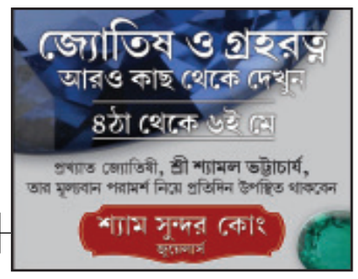

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 May, 2023 ■ আগরতলা ২০মে, ২০২৩ ইং ■ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৩২০০০ চাকরি বাতিলের রায়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগের মতোই শিক্ষকরা চাকরি করবেন ও বেতন পাবেন, জানাল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.)।। ৩২০০০ চাকরি বাতিলের নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ। ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ততদিন এই ৩২ হাজার শিক্ষক আগের মতোই চাকরি করবেন এবং বেতন পাবেন।

২০১৬ সালে প্রাথমিকে নিয়োগ হয়েছিল মোট ৪২,৫০০। এর মধ্যে শিক্ষণের ডিগ্রি বা ডিএলএড থাকা ৬৫০০ জনকে নিয়ে বরাবরই কোনও বিতর্ক ছিল না। গত শুক্রবার বাকি ৩৬ হাজার প্রশিক্ষণহীন প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি রায়ে জানান, নতুন করে ইন্টারভিউ পাশ করলে তাঁরা চাকরি ফিরে পাবেন। না-হলে চাকরি খোয়াতে হবে। তার পরেই সোমবার মামলাকারীদের আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের আসল সংখ্যা ৩০ হাজার ১৮৫। ৩৬ হাজার নয়, টাইপোগ্রাফিক্যাল এরর হয়েছে!

২০১৬ সালের প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে প্রিয়ঙ্কা নস্কর-সহ ১৪০ জন চাকরিপ্রার্থী মামলা করেন। তাঁদের আইনজীবী তরুণজ্যোতি আদালতে জানান, এই মামলাকারীদের থেকে কম নম্বর পেয়ে প্রশিক্ষণহীন অনেকেই চাকরি পেয়েছিলেন। এই মামলাতেই উঠে আসে ইন্টারভিউ বিতর্ক। অভিযোগ ওঠে, নিয়ম অনুযায়ী ইন্টারভিউয়ে অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট নেওয়ার কথা থাকলেও বহু ক্ষেত্রে তা নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন জেলায় যাঁরা ইন্টারভিউ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ১১ সক্রিয় রোগী ৪৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ত্রিপুরায় আবারও করোনার সংক্রমণ ও সুস্থতায় সমানে সমানে লড়াই চলছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১১ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে, এগার জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। দৈনিক সংক্রমণের হার ১.৫৬ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ৪৬।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৭০২ জন মোট ৭০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, ১১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ১.৫৬ শতাংশ। এদিকে, ১১ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৬ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮২০৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭১৫৫ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০০০ টাকার নোট তুলে নিচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.) : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ২০০০টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবে। ব্যাঙ্কগুলিকে বলা হয়েছে ২,০০০ টাকার নোট আর ইস্যু না করতে। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানিয়েছে আরবিআই।

মানুষ ব্যাংকে গিয়ে দুই হাজারের নোট বদলাতে পারবেন। লোকেরা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২,০০০ টাকার নোট জমা করতে বা যেকোনো ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়ে অন্যান্য মূল্যের নোটের সাথে বিনিময় করতে পারবে। লোকেদের মনে রাখতে হবে যে একবারে সর্বাধিক ২০,০০০ টাকার নোট বিনিময় করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি ২৩ মে থেকে শুরু হবে এবং ৩০সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ শেষ হবে।

২০১৬ সালে নোট বাতিল করেছিল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। সে বার ৫০০ এবং ১ হাজার টাকার নোট বাতিল করা হয়েছিল। যা ঘিরে দেশ জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বিপাকে পড়েছিলেন বহু মানুষ। এই নিয়ে সরগরম হয়েছিল জাতীয় রাজনীতি। ৭ বছরের মাথায় এ বার ২ হাজার টাকার নোট তুলে নেওয়া হচ্ছে।

বাতিলের পথে ২০০০ টাকার নোট। রিজার্ভ ব্যাংকের ঘোষণার পরই কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই দেশে আবার ফিরল নোটবাতিলের সেই ভয়ংকর আতঙ্কের দিন! এভাবেই তোপ দেগেছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস নেতা পবন খেরা টুইটারে লেখেন, "২০১৬ সালের ৮ নভেম্বরের সেই ভয়ংকর দিন আবার ফিরল। নোটবাতিলের সিদ্ধান্ত যে নেহাতই একটা বিপর্যয় ছিল, তা আরও একবার প্রমাণিত। বাজারে ২০০০ টাকার নোট এলে, কীভাবে দেশবাসী লাভবান হবেন, সেই কথা বলেছিলেন মোদি। এখন যখন তা উঠে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুরে রহস্যজনক মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। অবৈধ কাঠ চেরাইয়ের সমিলে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ইমরান হোসেন নামে এক শ্রমিকের। ঘটনা মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায়। জানা যায় ইমরান হোসেন অন্যান্য দিনের ন্যায় মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায় নিজ বাড়ির অদূরে অবৈধ কাঠ চেরাইয়ের সমিলে কাজ করতে যায়। সেখানে ইমরান অসুস্থ হয়ে পরে। পরিবারের লোকজন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর তাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাস্টবিনে মিলল দু'টি ভ্রুণ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মে।। হাসপাতালের ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি ভ্রূণ। ওই ঘটনায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস ও বিশালগড় থানার পুলিশ।

জ্যোতির্ময় বাবু জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ডাস্টবিনে দুটি ভ্রূণ উদ্ধারের খবর আসে।সেই খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে ছুটে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন এবং হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সদের ডেকে আনেন।অন্যদিকে, ওই খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় থানার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নার্সিং পড়ুয়া ছাত্রীদের কুপ্রস্তাব দেয়ায় শিক্ষককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। গভীর রাতে নার্সিং পড়ুয়া ছাত্রীদের মোবাইলে ম্যাসেজ করে কু-প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনা কৈলাসহর ডলুগাওস্থিত এক বেসরকারি নার্সিং প্রতিষ্ঠানে।

কৈলাসহর ডলুগাও এলাকায় একটি বেসরকারি নার্সিং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এই নার্সিং প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। আর এই প্রতিষ্ঠানের রেডিওলজি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন অমিতাভ শিল। অভিযোগ শিক্ষক অমিতাভ শিল প্রতিষ্ঠানে জিএনএম কোর্সে পাঠরত দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীদের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করেন। পরবর্তী সময় তিনি গভীর রাতে ছাত্রীদের ম্যাসেজ করে কু-প্রস্তাব দেন। একাধিক ছাত্রীকে তিনি কু-প্রস্তাব দেন। বিবাহিত হয়েও ছাত্রীদের তিনি জানান তিনি অবিবাহিত। এক ছাত্রী এইদিন জানায় তাদেরকে কোর্ট ম্যারেজ করারও প্রস্তাব দিয়েছে। মন্দির দেখানোর নামে একদিন ঐ গুণধর শিক্ষক দুই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়মুড়ায় গাড়ি উল্টে ব্যাহত যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মে।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টাইলস বোঝাই লরি অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে উল্টে গেছে। তাতে সামান্য আঘাত পেয়েছেন গাড়ির চালক ও সহ চালক। ওই দূর্ঘটনার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষ ওই দূর্ঘটনা দেখতে পেয়ে খবর পাঠিয়েছে তেলিয়ামুড়া থানায়। পরবর্তী সময়ে ড্রজারের সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। দীর্ঘ চার ঘন্টা পর পুনরায় যান চলাচল শুরু হয়েছে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা জানিয়েছেন, শুক্রবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে মহিলাদের বিক্ষোভ, জাতীয় সড়ক অবরোধ

উদয়পুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ মে।। পানীয় জলের দাবিতে উদয়পুর এক নং ফুলকুমারী এলাকার জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন প্রমীলা বাহিনী।দীর্ঘ দিন যাবৎ জলের সমস্যায় ভুগছেন এলাকাবাসী। অবশেষে শুক্রবার সকালে সমস্যার সমাধান না পেয়ে সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে তাঁরা কথা বলেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছেন ওই এলাকায় নিয়মিত জল সরবরাহ করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেছে প্রমিলা বাহিনী।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, উদয়পুর এক নং ফুলকুমারী এলাকায় দীর্ঘ দিন যাবৎ তীব্র জল সংকটে ভুগছেন স্থানীয় মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, এ-বিষয়ে একাধিক বার প্রশাসনের দারস্থ হয়েও সমস্যার সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি। তাই জনগণ বাধ্য হয়ে শুক্রবার সকালে পানীয় জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, ওই এলাকায় নিয়মিত জল সরবরাহ করতে হবে। এদিন এই অবরোধের ফলে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।

টানা দুই ঘন্টা পর অবরোধ চলার পর খবর পেয়ে ছুটে যান স্থানীয় পঞ্চায়েত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেআইনিভাবে দখল, ইন্দ্রনগরে উচ্ছেদ অভিযান পুর নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। বেআইনিভাবে রাস্তায় গড়ে তোলা দোকান এবং বাড়িঘর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। শুক্রবার সকালে ওই ঘটনাকে ঘিরে ইন্দ্রনগর-আইটিআই এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তাঁদের কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বেআইনি দখলদাররা নিগমের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছেন।

মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছেন, রাজধানীর ইন্দ্রনগর ব্রীজ থেকে আইটিআই পর্যন্ত রাস্তার পাশে সরকারি জায়গায় অবৈধ দোকান, বাড়ি ঘর গড়ে তোলা হয়েছিল। একাধিকবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ৭ দিন আগেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্টদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি সরকারি জমি বেআইনি দখল মুক্ত করার জন্য পুর নিগমের পক্ষ থেকে দখলদারদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে মাইকিং করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই জায়গা খালি করতে চাইছেন না। তাই, অবশেষে শুক্রবার সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছিল।

অন্যদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি তাঁদের। অথচ, উচ্ছেদ অভিযান করেছে নিগম। এ বিষয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বেআইনি দখলদাররা নিগমের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছেন। নিগম আইনি ভাবে প্রত্যেককে নোটিশ দিয়েছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রজেক্ট 'মুক্তি'র সূচনা

নেশার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে ঃ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। সমাজ থেকে ড্রাগস, গাঁজা সহ অন্যান্য মাদক দ্রব্যকে পুরোপুরিভাবে নির্মূলীকরণের লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আজ থেকে প্রজেক্ট 'মুক্তি' চালু করা হয়েছে। প্রজেক্ট মুক্তির মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপকহারে জনসচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি ড্রাগ ব্যবসার সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রত আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শুক্রবার প্রজেক্ট 'মুক্তি' চালু অনুষ্ঠানে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ অন্যান্যরা।

আজ ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তথা ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষের পেট্রন ইন চিফ অপরেশ কুমার সিং মুক্তি বুকলেটের আবরণ উন্মোচন করে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং বলেন, প্রজেক্ট মুক্তি একটি অসাধারণ ও ভিন্ন ধরণের কর্মসূচি। এই কর্মসূচি ত্রিপুরার জনগণের জন্য নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ণের জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেশার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়ারদের আরও সক্রিয় করে তুলতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

Bandhan Bank

Your trust drives our growth

With your unwavering support and belief in us, we have witnessed yet another year of strong growth.

Thank you for bestowing us with your trust.

₹2,17,190+ cr
Total Business

₹1,08,000+ cr
Total Deposits

₹1,09,120+ cr
Total Advances

3+ cr
Customers

6,000+
Banking Outlets

69,700+
Employees

Data as on March 31, 2023

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১১৬ ▫ ২০ মে ২০২৩ ইং ▫ ৫ জৈষ্ঠ্য ▫ শনিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৯ মে আত্মমর্যাদার দিন

১৯৬১ সালের ১৯ মে আসামের বরাক উপত্যকায় ১১ টি তরুণ প্রাণ মাতৃভাষার জন্য শহীদ হইয়াছিল। ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে আরও তিন তরুণ প্রাণ আত্মবলিদান দেয় সেখানে। তাহারও আগে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়াছেন মানুষ। এ লড়াই ভাষার লড়াই নয়, বরং আধিপত্যবাদের লড়াই।স্বাধীনতার পর পরই বাংলা ভাষা আসামের আধিপত্যবাদের শিকার হয়। ১৯৪৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলই, রাজ্যপাল আকবর হায়দারি, সাংসদ নীলমণি ফুকনরা চেষ্টা করিতে লাগলেন, কীভাবে বাংলা ভাষাকে সরাইয়া দিয়া অসমিয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা করা যায়। তাহারই জেরে ১৯৬০ সালে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ঘোষণা করিবার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তেজনা বাড়িতে থাকে। বাঙালিরা আক্রান্ত হন। প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ বাঙালি আসাম ছাড়িতে বাধ্য হন। নয় জন বাঙালি নিহত হন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চলিহা পুনরায় প্রস্তাব আনেন, অসমিয়া হইবে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা। এ সবের বিরোধিতা চলিতে থাকে, মূলত বাঙালিরাই করেন। এসবের ফলে শিলচরে ১৯৬১ সালের ১৯ মে ১১ জনকে আসাম সরকারের পুলিশ গুলি করিয়া হত্যা করে। সে সব ইতিহাস।

কেন এই পুরনো ইতিহাস ঘাঁটি আমরা? কেনই বা আত্মবলিদানকে স্মরণ করি? সে কি শুধু বাংলা ভাষার জন্য? শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় পাননি, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া লড়াই করিয়াছেন, নিরস্ত্র সংগ্রাম কিন্তু বীরের লড়াই। কোন ভাষার জন্য লড়িয়াছিলেন তাঁহারা, তাহা একটি নিছক তথ্যমাত্র। ঘটনা হইল, তাঁহারা লড়িয়াছিলেন মাতৃভাষার জন্য, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন।মাতৃভাষা সহজাত। অন্য ভাষা অর্জন করিতে হয়। সমাজের পিছাইয়া পড়া মানুষরা একটিমাত্র ভাষা জানেন, তাহা হইলো তাঁহার মাতৃভাষা। অসমিয়াকে বা উর্দুকে একমাত্র সরকারি ভাষা করিলে বাঙালি রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা হইয়া পড়িবে। ওই ভাষার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাষ্ট্রের আদেশনামা পড়িতে পারিবেন না, বুঝিতে পারিবেন না; সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অসমিয়াদের থেকে পিছাইয়া পড়িবেন তাঁহারা। মাতৃভাষা কাড়িয়া নিলে জীবনের প্রায় সব দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এ হইলো শাসিতের উপর শাসকের চরম আক্রমণ। সাদা চোখে এই আধিপত্য বোঝা সহজ নয়। যেমন সাঁওতালরা বাংলার আধিপত্য মানিয়া নিয়াছেন, বাধ্য হইয়াছেন। ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুরা গরিষ্ঠের শাসন মানিয়া নেন। আসামে কিন্তু বাঙালি সংখ্যালঘু ছিল না, যেমন পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুভাষী ছিল হাতে গোনা।

আসামে শাসক চাহিয়াছিল বাংলার জায়গায় অসমিয়া চালু করিতে। -অসমিয়াদের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া নিতে। আর তাহার জন্য চাই মাতৃভাষার উপর আঘাত হানা। ঠিক তাই করা হইয়াছিল।

আমাদের জীবনের সমস্ত কিছু তিনটি জিনিসকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয় — ভাষা, চিন্তন ও জগৎ। ভাষা ছাড়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না। মাতৃভাষায় আমরা চিন্তা করি, কল্পনা করি, স্বপ্ন দেখি। ভাষা ছাড়া চিন্তন অসম্ভব। চিন্তনের একটি মূল জায়গা

হইল জগৎ বা 'ওয়ার্ল'। ভাষার উপর আঘাত হানিতে পারিলে চিন্তার জায়গাকে ক্ষতবিক্ষত করা সম্ভব হইবে, আর সেটা সম্ভব হইলে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জগতকে বুঝিতে পারিবে না মানুষ। সে পঙ্গু হইয়া পড়িবে। প্রশ্ন করিবে না, শাসিত ও শোষিত হইবে বিনা প্রশ্নে।ভাষার এই সংগ্রাম শুধু বাঙালিদের একচেটিয়া, এরকম মনে হইতে পারে না। তামিল, কন্নড়, মালয়ালম, কোঙ্কনি ভাষা নিজেদের অধিকারের জন্য দশকের পর দশক আন্দোলন করিয়াছে। সংবিধানে স্বীকৃত ভাষার তকমা পাইতে মৈথিলি, কোঙ্কনির বহু সময় লাগিয়াছে। সাঁওতালিকে জনজাতি ভাষার মর্যাদা দিতেও দেরি করা হইয়াছে অনেক।১৯ মে ১৯৬১ সালের এইদিনে আসাম রাজ্যের শিলচরের এগারো জন বাঙালি মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য তথা বাংলায় কথা বলিবার জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব বাংলায় মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যে ভাষা আন্দোলন হইয়াছিল এবং প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন সালাম, রফিক, সফিক, বরকত ও জব্বার। সেই ভাষা আন্দোলনের নয় বছর পরে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এমন আরো একটি আন্দোলন হইয়াছিল এবং সে আন্দোলেনে একজন নারীসহ এগারোজন বাঙালি বুকের রক্ত দিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন আসামের বরাক উপত্যকার শিলচরে, সে কথা আমাদের অনেকের এখনো হয়তো অজানা রহিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে একই ভাষার জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্রে এবং আলাদা সময়ে প্রাণ দেয়ার অনন্য ইতিহাস এটি। মায়ের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া১১ জন শহীদ হন, তাহারা হইলেন- কমলা ভট্টাচার্য (পৃথিবীর এক মাত্র নারী ভাষা শহীদ), শচীন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, কানাইলাল নিয়োগী, চন্ডিচরন সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, হীতেশ বিশ্বাস, কুমুদরঞ্জন দাস, তারিণী দেবনাথ, সুনীল সরকার এবং সুকুমার পুরকায়স্থ। আসাম রাজ্য সরকার আন্দোলনকারীদের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়াছিল বাংলাকে ২য় রাজ্যভাষা হিসেবে ঘোষণা দিতে।

জলপাইগুড়িতে দম্পতির রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় সিট গঠন হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : গত ১ এপ্রিল জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন অপর্ণা ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্য্যের কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট ।মৃতদের পরিবার সিবিআই তদন্তের দাবি করলেও, আদালত রাজ্য পুলিশের এডিজি হেডকোয়ার্টার কে জয়রামনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। শুক্রবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ ২ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে । আর তদন্তে কী অগ্রগতি হল ২৯ জুন সে নিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে সিটকে ।

বিচারপতি মান্থা এ দিন সিটকে তদন্তভার দেওয়ার সময় মন্তব্য করেন, 'মামলার চাপে ভারাক্রান্ত সিবিআই। তাই তদন্তে সঠিক দিশা দিতে আদালত রাজ্য পুলিশের দক্ষ আধিকারিককে মাথায় রেখে সিট গঠন করছে। যদিও, আদালত মানছে রাজ্য পুলিশের তদন্তে পরিবারের ভরসা নেই ।' এই মামলার শুনানি করতে গিয়ে জলপাইগুড়ি পুলিশের ভূমিকায় একাধিক ত্রুটি আদালত পেয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা । যদিও, সিবিআই-এর তরফে এ দিন আদালতে জানিয়েছিল, মাত্রাতিরিক্ত মামলার চাপ থাকলেও তারা তদন্তভার নিতে প্রস্তুত। উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অপর্ণা ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর স্বামী সুবোধ ভট্টাচার্য্যের দেহ উদ্ধার হয় । সঙ্গে উদ্ধার হয় একটি সুইসাইড নোট । সেখানে জলপাইগুড়ি পৌরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ ঘোষ, মনোময় সরকার এবং সোনালি বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা । প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা । এর আগেও তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন দম্পতি । পুলিশের গাফিলতির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই বিষয়টিও আজ উল্লেখ করেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা । ২০২২ সালের ৩ অক্টোবর পুলিশ সুপারকে চিঠি লিখেছিলেন তাঁরা । তারপরও পুলিশের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আর গত ১ এপ্রিল দম্পতির দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মৃত দম্পতির মেয়ে তানিয়া ভট্টাচার্য্য নানানভাবে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ করেন । এমনকী তাঁকে পৌরসভায় চাকরির পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয় বলেও অভিযোগ । উল্লেখ্য, মৃত সুবোধ ভট্টাচার্য্যের দিদি শিখা চট্টোপাধ্যায় বিজেপি বিধায়ক।

জামাল নজরুল ইসলামের মহাবিশ্ব

প্রদীপ দেব

২০১২ সালের জুনে সুইজারল্যান্ডের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে হিগস বোসন কণা আবিষ্কারের সময় সারা পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা চলছিল। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগস এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী যে অনন্য বোসন কণার অস্তিত্বের কথা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন, যা পরে হিগস বোসন কণা নামে পরিচিতি পায়, তা বাস্তবে পাওয়া যাবে কি না, তা দেখার জন্য। কিন্তু সে সময় এই উত্তেজনার পাশাপাশি অপবিজ্ঞানীরা আরও একটি উত্তেজনা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্য সব প্রচারমাধ্যমে, যেটা ছিল খুব মারাত্মক। প্রচার করা হচ্ছিল, লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে কৃত্রিমভাবে বিগ ব্যাং সংঘটনের কাজ চলছে, যার ফলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এ রকম পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাল্পনিক ঘটনাকে বিজ্ঞানের মোড়ক দিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। সিনেমাও তৈরি হয়েছে অনেক। অনেক মানুষ বিজ্ঞান ও কল্পনার মাঝখানের সীমানা বুঝতে না পেরে এসব কাল্পনিক কাহিনি বিশ্বাস করে ফেলেন। ২০১২ সালে এ রকম অনেকের ভেতর একটা ভয় ও উৎকণ্ঠা তৈরি হয়ে গেল, পৃথিবী কি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? বাংলাদেশের গণমাধ্যমেও পৃথিবী ধ্বংসের এই তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছিল। তখন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এগিয়ে এলেন মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য। বাংলাদেশের মানুষ যাঁর কথায় সবচেয়ে বেশি আশ্বস্ত হলেন, তিনি ছিলেন প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম। এর আগেও অনেকবার এ রকম হয়েছে।

১৯৮৮ সালে হঠাৎ বাংলাদেশে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, ঢোলকলমিগাছের পাতা ছুঁলেই নাকি মানুষ মারা যাচ্ছে। গুজবের ডালপালা গজাতে শুরু করল। অনেকে বলতে লাগলেন, পাতা নয়, পাতায় যেসব পোকা হয়, সেসব পোকা মানুষের গায়ে বসলেই মানুষ মারা যাচ্ছে। তখনো বাংলাদেশে ডিজিটাল যুগ শুরু হয়নি। মানুষ খবরের কাগজ পড়ে এবং রেডিও-টেলিভিশন থেকে খবর সংগ্রহ করত। অনেক সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হতে লাগল, দেশের কোথায় কতজন মারা গেছে ঢোলকলমির সংক্রমণে। হুজুগে মানুষ এসব আরও ফুলিয়ে—ফাঁপিয়ে প্রচার করে। লোকে দূর থেকে কেরোসিন ছিটিয়ে, বাঁশের আগায় করে আগুন দিয়ে ঢোলকলমিগাছ পোড়াতে শুরু করল। এর মধ্যেই একদিন টেলিভিশনে সরাসরি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম নিজের হাতে ঢোলকলমিগাছের পাতা মেখে, পাতার পোকা নিজের হাতে ধরে দেখালেন, এসবে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না। গুজব থেমে গেল। অপবিজ্ঞানের সামনে বিজ্ঞানের সরাসরি প্রয়োগ, সাধারণ মানুষের বোধগম্য আকারে প্রকাশ যে কত কার্যকর, তা প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম অনেকবারই দেখিয়েছেন।

অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম (দ্বিতীয় সারি, ডান থেকে ২য়) এবং অধ্যাপক স্টিফেন হকিং (প্রথম সারি, বাম থেকে ২য়)। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছবিটি তোলা হয়

এ ব্যাপারে পৃথিবী বিখ্যাত আরেক পদার্থবিজ্ঞানীর সঙ্গে জামাল নজরুল ইসলাম স্যারের খুব মিল আছে। তিনি ছিলেন রিচার্ড ফাইনম্যান। কাছাকাছি সময়েই রিচার্ড ফাইনম্যান যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সামনে উন্মোচন করেছিলেন ১৯৮৬ সালের নভোযান চ্যালেঞ্জারের বিস্ফোরণের প্রধান বৈজ্ঞানিক কারণ। ফাইনম্যান সরাসরি প্রচারিত টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে এক গ্লাস বরফের ভেতর এক টুকরা রাবার রেখে দেখিয়েছিলেন, তীব্র ঠান্ডায় কীভাবে রাবারের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে চ্যালেঞ্জারের রিংয়ের রাবার ঠিকমতো কাজ করেনি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মার্কিন প্রফেসর রিচার্ড ফাইনম্যান এবং বাংলাদেশের প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। ক্যালটেকে তাঁরা একই ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন, থাকতেনও কাছাকাছি বাসায়। ফাইনম্যান জামাল স্যারের বাসার বাঙালি রান্না খেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে বাঙালি পদ্ধতিতে রান্না করা মাছের তরকারি। পৃথিবীর প্রথম সারির পদার্থবিজ্ঞানীদের একজন ছিলেন আমাদের জামাল স্যার। কেমব্রিজ, ক্যালটেকের মতো পৃথিবীর বিখ্যাত সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পরও যিনি বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন মাটির টানে, বাংলার সংস্কৃতির টানে। ১৯৮৪ থেকে ২০১৩ সালে মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের বিজ্ঞান, প্রকৌশল, অর্থনীতিসহ প্রায় সব বিষয়েই যেমন গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রমাণ রেখেছেন, তেমনি সরাসরি জড়িয়ে ছিলেন সংগীতসহ শিল্পকলার অন্য অনেক শাখার সঙ্গে। তিনি খুব ভালো পিয়ানো বাজাতেন, আইনস্টাইনের মতো বেহালা বাজাতেন, সত্যেন বসুর মতো এসরাজ বাজাতেন। চমৎকার গান করতেন। চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে জামাল স্যারের সংগীতানুষ্ঠানও হয়েছে। আর বিজ্ঞান! জামাল স্যারের হাতে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট।

আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটিতে রোটেটিং ফিল্ড বা ঘূর্ণমান ক্ষেত্রের গাণিতিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন জামাল স্যার। তাঁর গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে তিনি রচনা করেছেন আরেকটি মাইলফলক বই রোটেটিং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি।

জামাল স্যারের জন্ম ১৯৩৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ঝিনাইদহে। তাঁর বাবা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সাব—জজ। বাবার কর্মসূত্রে তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশোনা হয়েছে কলকাতায়। সেখান থেকে চট্টগ্রামে আসার পর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেছেন নবম শ্রেণি পর্যন্ত। তারপর চলে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মারির লরেন্স কলেজে। সেখান থেকে পাস করলেন সিনিয়র কেমব্রিজ (যা এখন ও লেভেল নামে পরিচিত) এবং হায়ার সিনিয়র কেমব্রিজ (এ লেভেল) পরীক্ষা। তারপর চলে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখান থেকে বিএসসি পাস করলেন। তারপর সোজা ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৯ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএসসি পাস করলেন, পরের বছর এমএসসি। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে তিনি যোগ দিলেন সেখানকার ইনস্টিটিউট অব থিওরিটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমিতে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। এ সময় তাঁর গবেষণার বন্ধু ছিলেন স্টিফেন হকিং। এরপর যোগ দিলেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ক্যালটেকে। রিচার্ড ফাইনম্যানের সঙ্গে বন্ধুত্ব সেখান থেকেই। ক্যালটেকের পর তিনি কাজ করেছেন ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে। ১৯৭৩ সালে ফিরে এলেন লন্ডনে। যোগ দিলেন কিংস কলেজে। নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালাম খুব ভালোবাসতেন জামাল স্যারকে। আবদুস সালামের প্রতিষ্ঠিত ইতালির ইন্টারন্যাশনাল থিওরিটিক্যাল ফিজিকস সেন্টারের ফেলো ছিলেন জামাল স্যার। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত জামাল স্যার ছিলেন লন্ডনের সিটি ইউনিভার্সিটিতে। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে একেবারে ফিরে এলেন। যোগ দিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে। ১৯৮৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে তুললেন আন্তর্জাতিক গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র। প্রফেসর আবদুস সালাম এই গবেষণাকেন্দ্রের উদ্বোধনী সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন জামাল স্যার। এরপর ২০০৬ পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পরও তিনি ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। বাংলাদেশে দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি পেয়েছেন এ দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। পেয়েছেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেসের স্বর্ণপদক, রাষ্ট্রীয় একুশে পদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার ইত্যাদি। কিন্তু সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের জন্য সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো তাঁদের আবিষ্কৃত জ্ঞানের প্রয়োগে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি। সে হিসেবে জামাল স্যারের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর তিনটি মৌলিক বই দ্য আলটিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স, রোটেটিং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি ও অ্যান ইন্টোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি; যেগুলো মহাবিশ্বের প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সাহায্য করেছে। সারা বিশ্বের কসমোলজির শিক্ষার্থীদের জন্য এসব বই অবশ্যপাঠ্য। ১৯৭৭ সালে রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির কোয়ার্টারলি জার্নালে একটি ছোট্ট টেকনিক্যাল পেপার 'পসিবল আলটিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স' প্রকাশ করেছিলেন জামাল নজরুল ইসলাম। এরপর নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গ, ফ্রিম্যান ডাইসন, স্টিফেন হকিং, জয়ন্ত নারলিকার প্রমুখ বিজ্ঞানী জামাল স্যারকে অনুরোধ করেন এই টেকনিক্যাল পেপারের একটি জনপ্রিয় ভার্সন রচনা করতে; যা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হবে। এর আগে এ রকম বিষয়ে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র বই প্রকাশিত হয়েছে। স্টিভেন ওয়েইনবার্গের ফার্স থ্রি মিনিটস প্রকাশিত হয়েছে মাত্র এক বছর আগে। জামাল স্যার সবার অনুরোধে রচনা করলেন দ্য আলটিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স। ১৯৮৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে এই বই প্রকাশিত হওয়ার পর মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তো বটেই, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। পরে জামাল স্যারকে অনুসরণ করে এ রকম বই আরও অনেকেই লিখেছেন। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত স্টিফেন হকিংয়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম-এর আইডিয়া জামাল স্যারের দ্য আলটিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স থেকে উৎসৃত। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী পল ডেভিস ১৯৯৪ সালে প্রকাশ করলেন তাঁর জনপ্রিয় বই দ্য লাস্ট থ্রি মিনিটস, যা জামাল স্যারের বইটির পরের অধ্যায় বলা চলে। পল ডেভিস তাঁর বইয়ের সাবটাইটেলে উল্লেখ করেছেন, 'কনজেকসার্স অ্যাবাউট দ্য আলটিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স'। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটিতে রোটেটিং ফিল্ড বা ঘূর্ণমান ক্ষেত্রের গাণিতিক ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন জামাল স্যার। তাঁর গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে তিনি রচনা করেছেন আরেকটি মাইলফলক বই রোটেটিং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি। ১৯৮৫ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এই বই মূলত গবেষক এবং শিক্ষার্থী—গবেষকদের জন্য লেখা। এই গাণিতিক ভিত্তি প্রয়োগ করেই পরবর্তীকালে স্টিফেন হকিং ব্ল্যাকহোলের 'হকিং রেডিয়েশন'-এর আলো দেখতে পেয়েছেন। বিজ্ঞান মানুষের কৌতূহল মেটায়, হয়তো বিজ্ঞানের প্রতি কিছুটা আগ্রহও তৈরি করে। কিন্তু সত্যিকারের বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য দরকার বিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থ। জামাল স্যারের দ্য আলটিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স-এ মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে গণিত ব্যবহার না করে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের মূল ভাষা হলো গণিত। মহাবিশ্বের উৎস, গঠন, বিবর্তন এবং পরিণতির গণিত বুঝতে হলে একটা নির্ভরযোগ্য বইয়ের দরকার ছিল। সেই দরকার মিটিয়েছেন জামাল স্যার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তিনি রচনা করেছেন অ্যান ইন্টোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি। ১৯৯২ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর সব সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কসমোলজির শিক্ষার্থীদের জন্য এই বই প্রধান বইয়ে পরিণত হয়েছে। ২০০১ সালে এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে এর অনলাইন সংস্করণ। জামাল স্যার বাংলা ভাষায় রচনা করেছেন কৃষ্ণ বিবর। ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বইটি ব্ল্যাকহোলের ওপর বাংলায় লেখা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। সেই বইয়ের শুরুর দিকে জামাল স্যার লিখেছেন, অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বের কী অবস্থা হবে এবং কী ঘটনা ঘটবে, এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে কৃষ্ণ বিবর-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই ভূমিকার ব্যাপারটা তো আমরা সবাই দেখেছি। ব্ল্যাকহোল এখন আবিষ্কৃত হয়েছে, এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদের পেছনে যে বিজ্ঞানীদের অবদান, তাঁদের কেউ কেউ নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। শুরুর দিকে এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যাঁরা তৈরি করে দিয়েছেন, আমাদের জামাল স্যার তাঁদেরই একজন। আমাদের খুব কাছের, একেবারে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বলেই হয়তো আমরা জামাল স্যারের মেধা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারিনি। যে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাকেন্দ্র তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন, সেই গবেষণাকেন্দ্রে আমরা সে রকম আন্তর্জাতিক মানের ফসল ফলাতে পারিনি। অবসর গ্রহণের পরও জামাল স্যার আমাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে অনেক গবেষণা করেছেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়েও। সম্ভবত জামাল স্যারই বাংলাদেশের একমাত্র বিজ্ঞানী, যিনি সরাসরি দৃঢ়ভাবে বলেছেন, 'আমাদের দেশে বিদেশি সাহায্যের কোনো দরকার নেই। বিদেশি সাহায্য বন্ধ হলেই আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখব, বাধ্য হয়েই শিখব।' জামাল স্যারের এ কথায় নীতিনির্ধারকদের কেউই কোনো গুরুত্ব দেননি সে সময়। ২০১৩ সালের ১৬ মার্চ জামাল স্যারের জীবনাবসান হয়। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন তাঁর সৃষ্ট জ্ঞানের মধ্যে, তাঁর গবেষণা ও গবেষণাকেন্দ্রের মধ্যে। তাঁর স্মরণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গবেষণাকেন্দ্রের নাম দেওয়া হয়েছে 'জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র'। জামাল স্যারের বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার বহন করতে হলে যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আমাদের।

লিফটে ও মহাশূন্যে ওজনের তারতম্য

মো. তৌফিক আলম

উইকিপিডিয়া- কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই ওই বস্তুর ওজন। পৃথিবীর এ আকর্ষণ বল তথা ওজন নির্ভর করে অভিকর্ষজ ত্বরণ g এর মানের ওপর। আর ওজন মানে ভর (m) ও অভিকর্ষজ ত্বরণের (g) গুণফল। অর্থাৎ mg কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল না থাকলে ওই বস্তু ওজনহীন হবে। এমন ঘটনা ঘটতে পারে কেবল অসীম দূরত্বে কিংবা ভূকেন্দ্রে, যেখানে g এর মান 0 (কারণ, শূন্য দিয়ে ভর দ্ব-কে গুণ করলে শূন্যই হয়)। কিংবা পৃথিবী এবং চাঁদ বা অন্য কোনো গ্রহের মাঝামাঝি স্থানে, যেখানে কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল চাঁদের বা অন্য গ্রহের আকর্ষণ বল দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

ভূপৃষ্ঠে g এর মান নির্দিষ্ট। ফলে কোনো ব্যক্তির ওজনও নির্দিষ্ট। তা সত্ত্বেও ভূপৃষ্ঠে কোনো ব্যক্তি ওজনের ভিন্নতা অনুভব করতে পারেন। নিজেকে ওজনহীন বলেও মনে করতে পারেন। আসলে ওজন আর ওজন অনুভব করা এক নয়। পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তির ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল থাকবেই। ফলে তার ওজনও থাকবে। কিন্তু তিনি সেই ওজন অনুভব করবেন কেবল তখনই, যখন তাঁর ওজনের সমান ও বিপরীতমুখী কোনো প্রতিক্রিয়া বল তাঁর ওপর প্রযুক্ত হবে। আমরা যখন কোনো কিছুর ওপর দাঁড়াই, যেমন ঘরের মেঝে বা কোনো টেবিলের ওপর, তখন ওই মেঝে বা টেবিলের ওপর আমরা নিচের দিকে নিজেদের ওজনের সমান একটা বল প্রয়োগ করি। ফলে সেই ম

সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের আখাউড়া স্থলবন্দরে কেবল সংকট আর ভোগান্তি

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৯।। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন এ বন্দর দিয়ে দেড় থেকে দুই লাখ মার্কিন ডলারের বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হয়। এছাড়া এ বন্দর এখন স্থলপথে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। যাত্রীদের দেওয়া ভ্রমণ কর বাবদ বছরে সরকারের প্রায় ১২ কোটি টাকা রাজস্ব আসছে এই বন্দর থেকে। তবে সম্ভাবনাময় এ বন্দরে কাঙ্ক্ষিত যাত্রীসেবা না পাওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বন্দর সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে যাত্রী পারাপার ক্রমশ বাড়ছে। বন্দর থেকে সীমান্ত পেরুলেই আগরতলা শহর। আর সেখান থেকে বিমানবন্দর ও রেলওয়ে স্টেশন খুব কাছে। ফলে পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ যাত্রী চিকিৎসা কিংবা ভ্রমণের জন্য ভারত যেতে আখাউড়া স্থলবন্দরটি ব্যবহার করেন। এজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও যাত্রীসেবা বাড়ালে আখাউড়া স্থলবন্দরটিও সরকারের জন্য অনেক লাভজনক হবে। পাশাপাশি বেনাপোল বন্দরের ওপরও চাপ কমবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিদিন আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে প্রায় এক হাজার যাত্রী যাতায়াত করছেন। যার অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে ভারতে যান। প্রত্যেক যাত্রীকে ভ্রমণ করতে দিতে হয় ৫০০ টাকা। এ বন্দর থেকে সরকার ভ্রমণ কর বাবদ মাসে প্রায় এক কোটি টাকা রাজস্ব পাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন উৎসবে যাত্রী পারাপারের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়।

এদিকে, ভারতের আগরতলায় এক ছাদের নিচেই যাত্রীরা ইমিগ্রেশন, কাস্টমস ও ব্যাগ স্ক্যানিং সুবিধা পেলেও আখাউড়া স্থলবন্দরের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। এখানে সোনালী ব্যাংকের বুথে ভ্রমণ ট্যাক্স পরিশোধের পর জরাজীর্ণ ভবনের ছোট্ট কক্ষে সম্পন্ন হয় কাস্টমস। এরপর ব্যাগ স্ক্যানিংয়ের জন্য যাত্রীদের যেতে হয় বিজিবি চৌকিতে। সেখান থেকে আবার যেতে হয় পরিত্যক্ত ছোট্ট ইমিগ্রেশন ভবনে। বন্দরে এই অব্যবস্থাপনায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের। তবে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ ইমিগ্রেশন ভবনে। জরাজীর্ণ ভবনটি আরও প্রায় এক দশক আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ভবনের কিছু অংশে পলেস্তারা খসে পড়েছে। তবুও ঝুঁকি নিয়ে এখানেই চলে দুই দেশের যাত্রীদের ইমিগ্রেশনের কাজ। এখানে যাত্রীদের বসার জন্য নেই পর্যাপ্ত জায়গা। নেই সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার। পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা না থাকায় গরমে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েই যাত্রীদের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে হয়। এছাড়া শৌচাগারের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ, নারী ও শিশুদের সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বন্দরে যাত্রীদের জন্য নেই ট্রলি সুবিধাও। বর্ষা মৌসুমে একটু বৃষ্টি হলেই ইমিগ্রেশন ভবনের সামনে জমে হাঁটুপানি। তখন যাত্রীদের দুর্ভোগের যেন আর অন্ত থাকে না।

ঢাকা থেকে আসা ভারতগামী যাত্রী রাজু আহমেদ বলেন, আগরতলায় এক ছাদের নিচে সব সেবা মিলছে, কিন্তু আখাউড়ায় সেটা হচ্ছে না। এখানে এক জায়গায় কাস্টমস, আরেক জায়গা ব্যাগেজ স্ক্যানিং ও ইমিগ্রেশন। এতে করে যাত্রীদের হয়রানি হতে হয়। এছাড়া পুরো বন্দর ঘুরেও সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট মিলে না। প্রথম দেখায় ইমিগ্রেশন ভবনটিকে যে কারোরই মনে হবে পরিত্যক্ত কোনো কিছু। এ সংকটগুলো ভারতীয়দের চোখে আমাদের দেশকে ছোট করে। স্বর্ণলতা নামে সিলেটের আরেক যাত্রী জানান, যাত্রী সুবিধায় বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা উচিত। যাতে করে ভারতীয়রা এসে দেখেন যে আখাউড়ায় যাত্রী সুবিধা তাদের দেশের চেয়েও অনেক ভালো। বিশেষ করে পর্যটক টানতে এটি করা খুবই জরুরি। পাশাপাশি নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার করার দাবি জানান তিনি।

জানা গেছে, যাত্রী দুর্ভোগ লাঘবে একই ছাদের নিচে সকল সেবা দিতে ২০১৬ সালে পুরাতন ইমিগ্রেশন ভবনের পাশে নতুন ছয়তলা বিশিষ্ট আধুনিক ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়। তবে সীমান্তের দেড়শ গজের মধ্যে স্থাপনা করা যাবে না জানিয়ে কাজে বাধা দেয় বিএসএফ। পরবর্তীতে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার পর ভবনের নকশা পরিবর্তন এবং ছয়তলার পরিবর্তে ৩৫ ফুট উচ্চতা অর্থাৎ দুইতলা ভবন নির্মাণের শর্তে পুনরায় কাজ শুরু হয়। তবে একতলার নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর ২০২০ সালের মাঝামাঝি থেকে আবারও বিএসএফের বাধায় বন্ধ হয়ে যায় নির্মাণকাজ।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট পুলিশের ইনচার্জ স্বপন চন্দ্র দাস বলেন, আমরা যাত্রীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পারছি না সেটি সত্যি। তবে আমরা সাধ্যমতো যাত্রীদের সমস্যাগুলো নিরসনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিছু সমস্যার সমাধানও করেছি। যাত্রীদের এখন যে দুর্ভোগ আছে- সেগুলো নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শেষে হলে আর থাকবে না। তিনি আরও বলেন, যাত্রীদের সন্তোষজনক সেবা দিতে আমাদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি নেই। নতুন ভবনের নির্মাণকাজ পুনরায় শুরুর বিষয়ে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত আছে। আশা করছি শিগগিরই কাজ শুরুর বিষয়ে নির্দেশনা আসবে।

নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : নতুন দুই বিচারপতি পেল দেশের সর্বোচ্চ আদলত। শুক্রবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবং প্রবীণ আইনজীবী কে ভেঙ্কটারমন বিশ্বনাথন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় পি কে মিশ্র ও কে ভি বিশ্বনাথনকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় সুপ্রিম কোর্টের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত শপথ অনুষ্ঠানে নতুন বিচারপতিদের শপথবাক্য পাঠ করান। বিচারপতি মিশ্র এবং বিচারপতি বিশ্বনাথনের শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মোট বিচারকের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৪।

কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের দায়িত্বভার নিলেন কিরেণ রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন কিরেণ রিজিজু। শুক্রবার দুপুরে কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন কিরেণ রিজিজু। দায়িত্ব নেওয়ার পর বিরোধীদের উদ্দেশে রিজিজু বলেছেন, 'আমার এই বদলি মোটেও শাস্তি নয়।'

কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক থেকে সরিয়ে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিরেণ রিজিজুকে। এরপর থেকেই বিরোধীরা উপরুপরি কটাক্ষ করেছেন রিজিজুকে। এরই প্রেক্ষিতে শুক্রবার কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রী বলেছেন, 'বিরোধীরা অবশ্যই আমাকে সমালোচনা করবে। বিরোধীরা আমার সম্পর্কে কথা বলছেন এটি নতুন কিছু নয়। এই বদলি শাস্তি নয়, এটা সরকারের পরিকল্পনা। এটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শিতা।'

নিউ ক্যালেডোনিয়ায় ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জ। শুক্রবার দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপপুঞ্জ ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। ভূমিকম্পের পর ওই অঞ্চলে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। সুনামির পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের পর ওশেনিয়া অঞ্চলে ১০ ফুট (৩ মিটার) উচ্চতার ঢেউয়ের সুনামি আঘাত হানতে পারে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে নিউ ক্যালেডোনিয়ায় আঘাত হানা ৭.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৩৭ কিলোমিটার গভীরে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র (পিটিডাব্লিউসি) এক বুলেটিনে উপকূলীয় এলাকার লোকজনকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয়েছে।

সুনামির এ ঢেউ ক্যালেডোনিয়া ছাড়াও ফিজি, কিরিবতি ও নিউজিল্যান্ডেও আছড়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২৮ মে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী, অংশ নেবেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.): আগামী ২৮ মে আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। আমেরিকা সফরে গিয়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন রাহুল গান্ধী। ২৯-৩০ মে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হবেন রাহুল গান্ধী।

এর আগে ঠিক হয়েছিল ৩১ মে আমেরিকা সফরে যাবেন রাহুল গান্ধী। ৩১ মে থেকে ১০ দিনের আমেরিকা সফরে যাওয়ার কথা ছিল রাহুল গান্ধীর। আর শুক্রবার কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, রাহুল গান্ধী আগামী ২৮ মে আমেরিকা সফরে যাবেন।

ত্রিদেশীয় সফরে রওনা প্রধানমন্ত্রী; জাপান, পাপুয়া নিউ গিনি ও অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে ঠাসা কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.): ত্রিদেশীয় সফরে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে প্রথমে জাপানের হিরোশিমার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই সফরকালে তিনি জাপান, পাপুয়া নিউ গিনি এবং অস্ট্রেলিয়া যাবেন। ত্রিদেশীয় সফরের শুরুতে শ্রী মোদী, জাপানের হিরোশিমায় সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদার আমন্ত্রণে জি-৭ শিখর সম্মেলনে যোগ দেবেন। জি-৭ সম্মেলনে শান্তি, সুস্থিতি, খাদ্য, সার ও শক্তি নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রগতি নিয়ে সদস্য দেশগুলির সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদী, অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি পাপুয়া নিউগিনিতে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সহযোগিতা সংক্রান্ত তৃতীয় সম্মেলনে যৌথ সভাপতিত্ব করবেন।

শেষ ধাপে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও অংশ নেবেন শ্রী মোদী। হিরোশিমার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে এই সফরকে ঘিরে তিনি যে কতটা উদ্বিগ্ন, তা টুইট করে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এভারেস্ট জয় অধরা, বেস ক্যাম্পেই মৃত্যু হল বুকে পেসমেকার স্থাপিত পর্বতারোহীর

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসাবে পেসমেকার নিয়ে এভারেস্ট জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বরেকর্ড গড়ার সেই স্বপ্ন পূরণ হল না। এভারেস্টের পথে বেস ক্যাম্পেই অসুস্থ হয়ে পড়ে মৃত্যু হল ৫৯ বছর বয়সি সুজান লিওপোল্ডিনা জেসুসের। নেপালের একটি হাসপাতালে বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়।

জানা গিয়েছে, সর্বোচ্চ শৃঙ্গজয়ের বেসক্যাম্পেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সুজান। হেলিকপ্টার ভাড়া করে দুর্গম এলাকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। বুধবার হাসপাতালেই তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় সুজানের। প্রসঙ্গত, এভারেস্ট অভিযান শুরুর আগেই নেপালের পর্যটন দফতরের তরফে সুজানকে বারণ করা হয়। কিন্তু সেই নিষেধ শোনেননি সুজান।

নেপালের পর্যটন দফতরের ডিরেক্টর যুবরাজ খাটিওয়াড়া বলেন, ৫৮০০ মিটার পর্যন্ত উঠেছিলেন সুজান। তারপরেই ২৫০ মিটার দূরে ক্রম্পটন পয়েন্ট পর্যন্ত যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সাধারণত ১৫ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যেই এই দূরত্ব পেরিয়ে যান পর্বতারোহীরা। কিন্তু সামান এই পথ পাড়ি দিতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে সুজানের।

এভারেস্টে ওঠার আগে এই ২৫০মিটারের দূরত্ব বারবার পেরতে হয় পর্বতারোহীদের। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু প্রথমবার এই দূরত্ব পাড়ি দিতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে সুজানের। দ্বিতীয়বার ছয় ঘণ্টা সময় নেন তিনি। শেষবারের চেষ্টায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। তারপরেই সুজানকে এভারেস্টে উঠতে বারণ করা হয়। কিন্তু তিনি দাবি করেন যে পাহাড়ে ওঠার যাবতীয় খরচ মিটিয়ে ফেলেছেন তাই এভারেস্ট জয় করবেনই। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বপ্ন পূরণ হল না।

No.F.9(1)/BDO/CMN/PMAY(G)/2022-23/ Date: 18/05/2023

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা PMAY-G (Annexure-D) সুবিধাভোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ছাওমনু আর ডি ব্লক এর অওতাধীন ১৪ টি ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত PMAY-G (Annexure-D) এর তালিকায় আপনাদের নাম নথিভুক্ত আছে কিন্তু ভিলেজ কমিটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আপনাদের ভিলেজ কমিটি / ব্লক এলাকায় খুঁজে না পাওয়ার কারনে ছাওমনু ব্লকের PMAY-G (Annexure-D) থেকে Registration ও Sanction দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এতএব আপনারা যদি সরকারী ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭(সাত) দিনের (Working Days) মধ্যে যথাযথ প্রমানপত্র সহ নিজ নিজ ভিলেজ কমিটি অথবা ছাওমনু ব্লক অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে, অন্যথায় আপনার নাম PMAY-G (Annexure-D) অপেক্ষামান তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য উর্ধ্বতন কতৃপক্ষের নিকট প্রেরন করা হবে এবং পরবর্তী সময় ঘর পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

PMAY-G MIS অনুযায়ী নাম ও অন্যান্য তথ্য নিম্নে দেওয়া হল :-

Sl No	Name of VC	AwaasPlus ID	Beneficiary Name	Fathers/ Husband Name	Remarks
1	Devacherra	121528849	Binoy Chakma	Surjyo kanta chakma	Beneficiary untraceable
2	Devacherra	130648893	Padma vijoy Chakma	Gopal Chakma	Beneficiary untraceable
3	Devacherra	130739426	Sushanta Chakma	Binadhan Chakma	Beneficiary untraceable
4	Natinmanu	128006580	Madhu joy Tripura	Punglaimani Tripura	Deceased beneficiary having no legal heir-family / nominee.
5	Natinmanu	123601936	Banajoy Tripura	dharmamohan Tripura	Beneficiary untraceable
6	Natinmanu	137997777	Danu kanti Tripura	Biswa jit Triputa	Beneficiary untraceable
7	Natinmanu	125834472	Paban joy Tripura	dhanaranjan Tripura	Beneficiary untraceable
8	Rajdhar	122979289	Lepiya Tripura	Kumar sing Tripura	Beneficiary untraceable
9	Rajdhar	132100733	Chandra Kumar Tripura	Rajanrai Tripura	Beneficiary untraceable
10	Rajdhar	131266735	Jamadhan Tripura	Rajangrai Tripura	Beneficiary untraceable
11	Rajdhar	117765513	Kharja laxmi Tripura	Anta joy Tripura	Beneficiary untraceable
12	Rajdhar	125268369	Chandra Mohan Tripura	Niranjoy Reang	Beneficiary untraceable
13	Rajdhar	123968510	Santida Tripura	Kusumla Tripura	Deceased beneficiary having no legal heir-family / nominee.
14	Rajdhar	123744286	Rajendra Reang	Bijoy mohan Reang	Beneficiary untraceable
15	Rajdhar	137207207	Kharpa Mohan Tripura	Dharma kumar Tripura	Beneficiary untraceable
16	Rajdhar	116553531	Naya Rung Tripura	Masharai Tripura	Deceased beneficiary having no legal heir-family / nominee.
17	Rajdhar	130638639	Chikanti Tripura	Manu Kumar	Beneficiary untraceable
18	Rajdhar	130405497	Bidya Ranjan Tripura	Premda Tripura	Beneficiary untraceable
19	Rajdhar	124116198	Bipa Kumar Reang	Gaya joy Reang	Beneficiary untraceable
20	Rajdhar	130652016	Sama Joy Tripura	Luk joy Tripura	Beneficiary untraceable
21	Rajdhar	132427650	Kha Mohan Tripura	Mohan Kumar Tripura	Beneficiary untraceable
22	Rajdhar	125282046	Kusumla Tripura	Purbarai Tripura	Deceased beneficiary having no legal heir-family / nominee.
23	Rajdhar	132427285	Sanapriya Tripura	Kalaichan Tripura	Beneficiary untraceable
24	Natinmanu	125834472	Paban joy Tripura	Dhanaranjan Tripura	Beneficiary untraceable
25	Natinmanu	137997777	Danu kanti Tripura	Biswajit Triputa	Beneficiary untraceable
26	Natinmanu	126976860	Ratindra Tripura	Bishnu kr Tripura	Beneficiary untraceable
27	Natinmanu	123601936	Banajoy Tripura	Dharmamohan Tripura	Beneficiary untraceable
28	Natinmanu	135670693	Jatan Mohan Tripura	Bipan joy Tripura	Beneficiary untraceable

ICA/D-235/23

Sd/- (Kamal Debbarma, TCS)
Block Development Officer
Chawmanu R.D. Block, Dhalai

ওদলাবাড়িতে কর্তব্যরত অবস্থায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু রেলকর্মীর

ওদলাবাড়ি, ১৯ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ি সংলগ্ন ঘিস সেতুতে কর্তব্যরত অবস্থায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনার জেরে এদিন শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন রেলপথে দীর্ঘক্ষণ রেল চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম গোপাল রায়(৪৬)। তিনি ওদলাবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। এদিন সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট নাগাদ গোপাল বাবু অন ডিউটিতে ছিলেন। সে সময় ওদলাবাড়ি সংলগ্ন ঘিস সেতু পার হবার সময় ডাউন পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস তাকে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘিস সেতুর ওপর কোনও রেলিং না থাকায় ওই রেলকর্মী অসহায় হয়ে পড়েন এবং শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করেও রেললাইন থেকে সরে আসতে পারেননি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে এই ঘটনার জেরে বাগরাকোট স্টেশনে প্রায় ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার গামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে। আবার ডামডিং স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি জংশনগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই হয়রানির শিকার হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রেললাইনের উপর থেকে মৃতদেহ সরিয়ে নিলে দীর্ঘক্ষণ পর রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.১৫ শতাংশ, মমতার শুভেচ্ছা

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.): পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭৬-দিনের মাথায় শুক্রবার প্রকাশিত হল এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। এবার মোট পাশের হার ৮৬.১৫ শতাংশ, গত বছর পাশের হার ছিল ৮৬.৬০ শতাংশ। মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছেন দেবদত্তা মাঝি। কাটোয়ার দুর্গাদাসী চৌধুরানী হাই স্কুলের ছাত্রী দেবদত্তা। পেয়েছেন ৬৯৭ নম্বর। যুগ্ম দ্বিতীয় বর্ধমানের শুভম পাল এবং মালদহের রিফাত হাসান সরকার। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১। মাধ্যমিকে তৃতীয় হয়েছেন ছ'জন। মেধাতালিকার প্রথম দশে নেই কলকাতা। যুগ্ম চতুর্থ হয়েছেন সমাদৃতা সেন এবং অনীশ বাড়ুই। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন শুভজিৎ দে এবং অরিজিৎ মণ্ডল।

মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬ শতাংশ। ১৬ জেলা থেকে প্রথম দশে রয়েছেন ১১৮ জন। মালদহ থেকে সব থেকে বেশি সংখ্যক পড়ুয়া মেধাতালিকায় আছেন। তফসিলি উপজাতি পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৭৬ শতাংশ। জেলাভিত্তিক পাশের হারের নিরিখে শীর্ষে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। দ্বিতীয় স্থানে কালিম্পং। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা। পশ্চিম মেদিনীপুর রয়েছে চতুর্থ স্থানে। এ বছরের মাধ্যমিকে ফেল করেছেন ১ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী।

চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা শেষ হয় ৪ মার্চ। পরীক্ষার দু'মাসের ব্যবধানে ফলপ্রকাশ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রায় ৭ লক্ষ পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক দিয়েছিলেন।পাশ করেছেন ৫,৬৫, ৪২৮ জন মাধ্যমিকে। ৭৬ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হল। পুরুষ পরীক্ষার্থীর তুলনায় মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ বেশি।

আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ঘন্ট ঘোষণা করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি, ওই দিন মাধ্যমিকের প্রথম ভাষার পরীক্ষা। দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা ৩ ফেব্রুয়ারি। ৫ ফেব্রুয়ারি ইতিহাস পরীক্ষা। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, ৬ ফেব্রুয়ারি ভূগোল পরীক্ষা।

গণিত পরীক্ষা হবে ৮ ফেব্রুয়ারি, জীবন বিজ্ঞান ৯ ফেব্রুয়ারি, ভৌত বিজ্ঞান ১০ ফেব্রুয়ারি ও অন্যান্য ইচ্ছুক বিষয়ের পরীক্ষা হবে ১২ পরীক্ষা। বেলা ১১.৪৫ মিনিট থেকে শুরু হয়ে বিকেল তিনটে পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা।

কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন কিরেণ রিজিজু। শুক্রবার দুপুরে কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন কিরেণ রিজিজু। দায়িত্ব নেওয়ার পর বিরোধীদের উদ্দেশে রিজিজু বলেছেন, 'আমার এই বদলি মোটেও শাস্তি নয়।'

কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রক থেকে সরিয়ে ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিরেণ রিজিজুকে। এরপর থেকেই বিরোধীরা উপরুপরি কটাক্ষ করেছেন রিজিজুকে। এরই প্রেক্ষিতে শুক্রবার কেন্দ্রীয় ভূবিজ্ঞান মন্ত্রী বলেছেন, 'বিরোধীরা অবশ্যই আমাকে সমালোচনা করবে। বিরোধীরা আমার সম্পর্কে কথা বলছেন এটি নতুন কিছু নয়। এই বদলি শাস্তি নয়, এটা সরকারের পরিকল্পনা। এটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শিতা।'

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্যও সাফল্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সাফল্যের সঙ্গে পূর্ণ হোক তোমাদের আগামীর প্রত্যেকটি দিন।' মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারও। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

কাজের সন্ধান

মহিলা কনস্টেবল পদে মাধ্যমিক পাশদের চাকরি
ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে দরখাস্তের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বহিঃরাজ্যে পুলিশে মহিলা কনস্টেবলপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১,৪২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে, শারীরিক ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ। লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, বিভিন্ন থানা-ফাঁড়িতে মহিলা কনস্টেবল পদে ১৪২০ জন তরুনী নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রার্থিবাছাই করবেন পশ্চি মবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, লিখিত ও শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পশ্চি মবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন থানা, ফাঁড়িতে নিয়োগ করা হবে। ত্রিপুরার অধিকাংশ প্রার্থীদের মাতৃভাষা বাংলা, তাই তাঁরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। প্রশ্নপত্রেও বাংলা মাধ্যমের সুবিধা থাকবে। পশ্চি মবঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্যের তফশিলি প্রভৃতি, সংখ্যালঘু প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন অর্থাৎ ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০১-০১-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি প্রার্থীরা সাধারণতঃ যেমন বয়সের ছাড় পেয়ে থাকেন, এক্ষেত্রে তারা তা পাবেন না, আবেদন করতে হবে সাধারণ প্রার্থী হিসেবে।

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ১৪২০টি হলেও ক্যাটাগরি-ভেদে তার নির্দিষ্ট বিভাজন রয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী শূন্যপদের বিবরণ ও বিন্যাস বোর্ডের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। যোগ্যতা - কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনও যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারবেন। বাংলা ভাষায় পড়তে, লিখতে এবং কথা বলতে পাড়লে অগ্রাধিকার পাবেন, কেননা লিখিত পরীক্ষা যে হবে এতেও ইংরেজির পাশাপাশি প্রতিটি প্রশ্নের বাংলায় অনুবাদ করা থাকবে। বয়স হতে হবে ১-১-২০২১ তারিখের হিসেবে কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। পশ্চি মবঙ্গের তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর ছাড় পেলেও অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে এই ছাড় পাবেন না। অর্থাৎ ১৮-৩০ বছর বয়সী ত্রিপুরার যে-কোনও (এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল/ প্রতিবন্ধী) প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে দেওয়া হবে সরকারি স্থায়ী বেতনক্রম পে ম্যাট্রিক্সের লেভেল-৬ পে স্কেল অনুযায়ী ২২,৭০০ - ৫৮,৫০০ টাকা।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের, সময় এক ঘন্টা। প্রশ্নপত্র ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় অনুবাদ করা থাকবে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। তবে পশ্চি মবঙ্গের বাইরে কোনও পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে না। অর্থাৎ ত্রিপুরা সহ যে-কোনও রাজ্যের প্রার্থীদের পরীক্ষা দিতে হবে — কলকাতা নর্থ, কলকাতা সাউথ, সল্টলেক সহ বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি , কোচবিহার, মালদা, পশ্চি ম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর ইত্যাদি নিজ নিজ পছন্দের কেন্দ্রে গিয়ে। আপনার পছন্দের কেন্দ্রের কথা অনলাইনে আবেদন করার সময় জানিয়ে দিতে হবে ।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইন, তথ্যমিত্র কেন্দ্র মারফৎ অথবা অফলাইনে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধাই রয়েছে। ফি চালান (যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য) অনুযায়ী নির্ধারিত ফি ও ব্যাঙ্কিং কমিশন দেবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২২ মে। প্রথমে ফটো ও সই একত্রে স্ক্যান করে নেবেন, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী, এরপর নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে ফটো ও সই আপলোড করে অনলাইন ফর্ম পূরণ করবেন। পূরণ করা দরখাস্ত সাবমিট করলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ একটি রসিদ পাবেন। এটির একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলো কোথাও পাঠাতে হবে না, তবে নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরীক্ষার সময় দেখানোর জন্য নিয়ে যেতে হবে।

আগরতলায় অনলাইনে সি-টেট দিয়ে
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সিবিএসই অর্থাৎ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, আগরতলা সহ সারা দেশে প্রায় শতাধিক শহরে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে 'সেন্ট্রাল - টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (সি টেট) - জুলাই, ২০২৩' শীর্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। আগামী ২৬ মে, ২০২৩ পর্যন্ত ইন্টারনেট বা অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করা যাবে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের ওয়েবসাইটে লগ অন করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার চাকরির জন্য এই সি-টেট্ পরীক্ষা নেওয়া হয়। 'সেন্ট্রাল - টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (সি-টেট) - জুলাই, ২০২৩' শীর্ষক পরীক্ষা জুলাই-আগস্টে দুটি পর্যায়ে গ্রহণ করা হবে। প্রথম শিফটে সি - টেট্ পেপার-ওয়ান (প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্তস্তরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বা নবোদয় স্কুলে শিক্ষকতার জন্য) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় শিফটে টি-টেট পেপার-টু (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বা নবোদয় স্কুলে শিক্ষকতার জন্য শিক্ষকতার জন্য) বেলা ২টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত।

দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে। উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করবেন। দরখাস্তের সময় ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা করতে হবে। প্রয়োজনে কম্পিউটার জেনারেটেড চালানের মাধ্যমেও নির্ধারিত পরীক্ষা ফি জমা করতে পারে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য। একজন প্রার্থী ইচ্ছে করলে এবং উপযুক্ত হলে উভয় পত্রের পরীক্ষা দিতে পারেন। এর জন্য অবশ্যই আগে থেকে দরখাস্তে যেমন উল্লেখ করতে হবে, তেমনি অতিরিক্ত ফিও জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টেট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সহ আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া চলবে ২৬ মে পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ারও শেষ তারিখ ২৬ মে, ২০২৩। এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সময়সীমা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। তবে পরীক্ষার ঠিক ২ দিন আগে এডমিড কার্ড ডাউনলোড করার সুযোগ থাকবে।

সি-টেট পরীক্ষায় বসার জন্য বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, তবে সি-টেট পরীক্ষার আবশ্যকীয় যোগ্যতা নিয়ে কিছু প্রার্থীদের মধ্যে জিজ্ঞাসা রয়েছে। অনেকেই এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করছেন। বিশেষ করে তাঁদের জ্ঞাতার্থেই এখানে সি-টেট্-এর আবশ্যকীয় যোগ্যতার বিস্তারিত তুলে ধরা হলো — সি-টেট্-এর প্রথম ভাগ অর্থাৎ পেপার-ওয়ান (প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরে শিক্ষকতার জন্য) পরীক্ষার জন্য নিচে লেখা যোগ্যতাগুলির মধ্যে যে-কোনও একটি হলেই আবেদন করতে পারবেন এবং আপনার আবেদনপত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

যেমন ঃ- (১) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (২) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এন সি টি ই-র ২০০২ সালের নিয়ম অনুযায়ী এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৩) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ৪ বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি কোর্স (বিএলএড) সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৪) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এডুকেশনের ওপর ২ বছরের (স্পেশ্যাল এডুকেশন) ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৫) যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে (নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই) এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। উল্লেখ্য নম্বরপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসসি / এসটি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ নম্বর শিথিলযোগ্য। সি-টেট্-এর দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ সি-টেট পেপার - টু (৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্তস্তরে শিক্ষকতার জন্য) পরীক্ষার জন্য নিচে লেখা যোগ্যতাগুলির মধ্যে যে-কোনও একটি হলেই আবেদন করতে পারবেন এবং আপনার আবেদনপত্র গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। যেমন ঃ- (১) যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে (নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই) এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (২) ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে ১ বছরের বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৩) ৪৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে এন সি টি ই-র নিয়ম অনুযায়ী ১ বছরের বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৪) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশনের ওপর ৪ বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি (বি এল এড) কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৫) উচ্চ মাধ্যমিকে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ এবং সঙ্গে ৪ বছরের বি.এ./বি.এসসি এড অথবা বি.এ.এড./ বি.এসসি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৬) ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে, এবং সঙ্গে এক বছরের (স্পেশ্যাল এডুকেশন) বি. এড. কোর্স সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। উল্লেখ্য নম্বর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসসি / এসটি / ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ৫ শতাংশ নম্বর শিথিলযোগ্য।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **মহিলা কনস্টেবল (বহিঃরাজ্য)**
শূন্যপদ ঃ ১৪২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে,
র‍্যালী/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অফিসার, সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান, এটেন্ড্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে,
লিখিতপরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কললেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (বিদ্যুৎ মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই (ইলেকট্রিক্যাল; মেকানিক্যল)পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৬-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কমিউনিটি হেলথ অফিসার (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **শিক্ষক, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (সি-টেট),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে ডিএলএড/ বিএড পাশ,
বয়স ঃ বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ে, কেন্দ্র আগরতলা, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট , টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৬০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক , এমসিএ, এমটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
জুনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও., আয়োর্বেদিক (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএএমএস পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **চার্জম্যান (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে,
পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার, অনুবাদক (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ মে,
ইন্টারভিউ/ পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যানেজার, জুনিয়র অফিসার (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

মাধ্যমিক থেকে শুরু, এইমস-এ ৬০০ নিয়োগ
ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এইমস-এ এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত এইমস-এ এমপিডব্লিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফার্মাসিস্ট, টেকনেশিয়ান, স্টোরকীপার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে পদে ৬০০ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন নির্দিষ্ট এইমস-এর রিক্রুটমেন্ট সেল অর্থাৎ এইমস-এর ম্যানেজমেন্ট স্টাফ নিয়ে গঠিত এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ২৭-০৫-২০২৩ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমাও ভিন্নতর। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'রিক্রুটমেন্ট' ট্যাব লিঙ্কে। শূন্যপদের বিভাজন এই রকম —

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ৬০০টি। ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম - সিনিয়র প্রোগ্রামার, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - ডেপুটি মেডিকেল সুপার, শূন্যপদ ৬টি।

ক্রমিক নং (৩) ঃ পদের নাম - পাবলিক রিলেশন অফিসার, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ পদের নাম - সিনিয়র ডায়েটিশিয়ান, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (৫) ঃ পদের নাম - মেডিকেল অফিসার আয়ুষ, যোগা, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (৬) ঃ পদের নাম - এ.এম.ও, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (৭) ঃ পদের নাম - একাউন্টস অফিসার, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (৮) ঃ পদের নাম - পাবলিক হেলথ নার্স, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (৯) ঃ পদের নাম - মেডিকো সোশাল ওয়ার্কার, শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (১০) ঃ পদের নাম - যোগা ইন্সট্রাক্টার, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (১১) ঃ পদের নাম - প্রাইভেট সেক্রেটারি, শূন্যপদ ৫টি। ক্রমিক নং (১২) ঃ পদের নাম - মেটারনিটি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (১৩) ঃ পদের নাম - সাইকিয়াট্রিক সোশাল ওয়ার্কার, শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (১৪) ঃ পদের নাম - প্যাকস এডমিন, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (১৫)

রেকর্ড সময়ে নির্মাণ, ২৮ মে নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): আগামী ২৮ মে নবনির্মিত সংসদ ভবন দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নতুন সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং নতুন ভবনটি আত্মনির্ভর ভারতের চেতনার প্রতীক (আত্মনির্ভর ভারত)। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

সংসদের বর্তমান ভবনটি ১৯২৭ সালে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং এখন প্রায় ১০০ বছর বয়স হতে চলেছে। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এই ভবনে জায়গার অভাব অনুভূত হচ্ছিল। উভয় কক্ষেই সংসদ সদস্যদের বসার সুবিধাজনক ব্যবস্থার অভাব ছিল, যা সদস্যদের কাজের দক্ষতাকে প্রভাবিত করছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয় কক্ষই সংসদের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছিল। ফলস্বরূপ, ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। নবনির্মিত সংসদ ভবনটি রেকর্ড সময়ে গুণমানের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে।

ইতালিতে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

রোম, ১৯ মে (হি.স.) : ইতালির এমিলিয়া-রোমাগনা অঞ্চলে বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ জনে দাঁড়িয়েছে এবং বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। বৃহস্পতিবার এই এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি কমলেও অধিকাংশ এলাকাই তলিয়ে গেছে। সান্ত"আগাতা সুল সান্তেরনো কমিউনের রাস্তা এবং সমুদ্রতীরবর্তী শহর রাভেন্নার কিছু অংশ বন্যার জলে তলিয়ে গেছে।

ইতালির উত্তর-মধ্য অঞ্চলে (যার মধ্যে বোলোগনা এবং মোডেনা শহর রয়েছে) মঙ্গলবার এবং বুধবার ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার ফলে এই এলাকায় আকস্মিক বন্যা হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা উঁচু ভবনের ছাদ ও উপরের তলা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

অসামরিক সুরক্ষা বিভাগ অনুসারে বৃহস্পতিবার এমিলিয়া-রোমাগনার বেশিরভাগ অংশ একটি 'রেড অ্যালার্ট' জোনে রয়ে গেছে। একই সময়ে, উত্তরে লম্বার্ডি থেকে দক্ষিণে ব্যাসিলিকাটা পর্যন্ত - 'কমলা' বা 'হলুদ সতর্কতা' ঘোষণা করা হয়। জানা গিয়েছে, ২৮০ টিরও বেশি ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে, যার জেরে ২০০টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত উত্তর-মধ্য ইতালির বেশিরভাগ অংশের জন্য গুরুতর আবহাওয়া সতর্কতা জারি রয়েছে।

শিলচর স্টেশন চত্বরে প্রতিবাদী ধর্ণায় বরাক ডেমোক্রেটিক যুবফ্রন্ট

শিলচর(অসম), ১৯ মে (হি.স.) : ৬২ বছর পরও কেনো ভাষা শহিদদের মেলেনি সরকারি স্বীকৃতি, ""মেহোরোত্রা কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে "" "" ভাষা শহিদ স্টেশন নামকরণ করতে হবে "" ইত্যাদি প্লেকার্ড হাতে নিয়ে আজ শুক্রবার সকালে স্টেশন চত্বরে এক প্রতিবাদী ধর্ণায় শামিল হন বরাক ডেমোক্রেটিক যুব ফ্রন্টের সদস্যরা। ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালীন এই অভিনব প্রতিবাদী কর্মসূচি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শহিদ তর্পনে আসা অনেক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ধর্ণায় অংশ নেন। উপুর্যপরি বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগান দেওয়া হয় যুবফ্রন্টের পক্ষ থেকে।

কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন যুবফ্রন্টের মূখ্য আহ্বায়ক কল্লার্ণব গুপ্ত। পরে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে প্রতিবছর এই দিনে শহিদদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু ঘটনার ৬২ বছর পরও শহিদদের সরকারি স্বীকৃতি জুটেনি। মেহোরোত্রা কমিশনের রিপোর্টকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ্যে আনা হয়নি। অনর্থক ""ভাষা শহিদ স্টেশন "" নামকরণ আটকে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন 'যদি আমাদের উনিশের লড়াইয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে হয়, এসব দাবি উত্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি। দিশপুরে একের পর এক সরকার আসলেও কেন এই দাবি গুলো পূরণ হয়না এই প্রশ্ন করতেই হবে। আমরা মনে করি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পাশাপাশি সবাই এই নিয়ে সরব হন এবং সেই আওয়াজ দিসপুরের কর্তাদের কাছে পৌঁছাক। সেজন্যই যুবফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই ধর্ণা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। 'বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ) এর কর্মকর্তারা শিলচর শ্মশানঘাটে শহিদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। বিডিএফ মূখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় বলেন অসম আন্দোলনের ৮৮০ জন শহিদকে সরকারি স্বীকৃতি ও তাদের পরিবারকে সরকারি অনুদান দেওয়া হলেও ১৯৬১ সালের ১৯ মে-র ভাষা শহিদদের ব্রাত্য করে রাখা নেহাৎই দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। রাজ্যের এক তৃতীয়াংশের মাতৃভাষাকে অবিলম্বে সরকারি সহযোগি ভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে বলেও দাবি জানান তিনি।

অন্যান্যদের মধ্যে এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন যুব ফ্রন্টের পক্ষ থেকে দেবায়ন দেব,হারাধন দত্ত,রাজু দেব,রাজীব দাস প্রমুখ। উভয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হৃষীকেশ দে, আদিমা মজুমদার, সীমা ঘোষ, জয়দীপ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জের, নিজের ভাইকে 'খুন' দাদার

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে নিজের ভাইকে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কৃষ্ণপুর এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম মুস্তাজ আলি মুনিম (২৫)। মুস্তাজকে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ইতিমধ্যেই তাঁর দাদা হজরত শেখকে আটক করেছে। বড় দাদা হজরতের বিভিন্ন কাজে অসন্তুষ্ট থাকায় তাঁর বাবা নুর ইসলাম ছেলেকে পারিবারিক সম্পত্তি দিতে নারাজ ছিলেন। নুর ইসলাম সম্প্রতি পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁর যাবতীয় স্থাবর---অস্থাবর সম্পত্তি ছোট ছেলে মুস্তাজ আলিকে দিয়ে দেবেন। সম্পত্তিগত পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে মুস্তাজ এবং হজরতের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই গণ্ডগোল চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে মুস্তাজ নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। সেই সময় হজরত একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে গলা কেটে খুন করে বলেই অভিযোগ। শুক্রবার সকালে পরিবারের লোকেরা মুস্তাজের রক্তাক্ত দেহ ঘর থেকে উদ্ধার করে। ইতিমধ্যেই পুলিশ খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে জন্য আটক করা হয়েছে হজরতকে।

নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে অভিষেককে তলব করল সিবিআই

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.) : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ পাঠাল সিবিআই। জানা গিয়েছে, আগামী শনিবার হাজিরা দেবেন তিনি। সিবিআই সূত্রে খবর, শনিবার সকাল ১১টার মধ্যে কলকাতার নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়েছে অভিষেককে। সেক্ষেত্রে তৃণমূলে নবজোয়ার যাত্রা স্থগিত রেখে বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় রাতেই ফিরতে পারেন তিনি। ২২ মে থেকে সোনামুখী থেকে ফের জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করবেন বলে জানা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নির্দেশে উল্লেখ করেছিলেন, কুন্তল ঘোষের মুখোমুখি বসিয়ে অভিষেককে জেরা করা উচিত। এরপর সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে ফের হাইকোর্টে আসে। তবে বিচারপতি বদলে যায় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। তিনি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের রায় বহাল রাখেন। আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য অভিষেক ও কুন্তলকে ২৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করলেও শুক্রবার অভিষেকের আবেদন জরুরি ভিত্তিতে শুনতে রাজি হয়নি বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ। গতকাল পশ্চিম বর্ধমান থেকে অভিষেক বলেন, তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হতে তাঁর কোনও ভয় নেই।

পটল খেতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বাবা-ছেলে সহ ৩

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ মে (হি. স.) : শুক্রবার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার বাজিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামন হাট গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তিনজনের। আশঙ্কজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা গ্রাম। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি করেছে গ্রামবাসীরা। রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ মৃতের পরিবারের কাছে।

সূত্রের খবর, এদিন সকালে ৩৭ বছরের আনারুল জমাদার, ও তাঁর ছেলে ২০ বছরের রহমান জমাদার জমিতে যায়। সেখানে জমির ফসলের পটল গাছে ফুল ছুঁতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় দুজনেই। তাঁদের বাঁচাতে গেলে প্রতিবেশী এক চাষী রফিকুল ফকিরও বিদ্যুৎস্পষ্ট হন। এরপর স্থানীয়রা তিনজনকে উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু যাওয়ার পথেই তাঁদের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। বাকি আরও একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বারবার বিদ্যুৎ দফতরকে খবর দেওয়া সত্বেও জমির ফসলে উপর ৪৪০ ভোল্টের তার ছিড়ে পড়ে রয়েছে। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিদ্যুৎ দফতরের তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীর তরফে বারবার এই অভিযোগ বাদুড়িয়ার কাটিহাট বিদ্যুৎ দফতরে জানানো সত্বেও তারা কর্ণপাত করেনি। এর জন্যেই এই মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আমরা চাই এই দফতরের কর্মীরা যারা যুক্ত রয়েছে তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়া হোক।

পাশাপাশি মৃতদের পরিবারের তাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিও তুলেছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের মানুষের মতে, বিদ্যুৎ দফতরের গাফিলতির জন্য তিনটে তরতাজা প্রাণ চলে গেল। একদিকে ক্ষতিপূরণ অন্যদিকে এইভাবে আর যেন কারও মৃত্যু না ঘটে তারও দাবি তুলেছেন পরিবারের লোকেরা।

প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী পদের দাবীতে পাথারকান্দিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর

পাথারকান্দি (অসম), ১৯ মে হি.স.) : নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী পদের দাবিতে শুক্রবার সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন পাথারকান্দি শিক্ষা খণ্ডের নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর শিক্ষক শিক্ষিকারা। এদিন সকাল থেকে বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষিকারা পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সামনে এক প্রতিবাদী কার্য্যসূচি পালন করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা জানান, সরকার শিক্ষার সার্বিক উন্নতিকল্পে সময়ে সময়ে নতুন শিক্ষানীতির প্রয়োগ করে চলছে। বর্তমানে শিক্ষক শিক্ষিকা সহ পড়ুয়াদের যাবতীয় কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবার জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ শিক্ষাসেতু নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে।নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই অ্যাপ কার্য্যকরী হবার কথা রয়েছে। এটি পরিচালনা করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সম্প্রতি একটি করে অত্যাধুনিক ট্যাবলেট ফোনও বিতরণ করা হয়েছে। এই ট্যাবলেট পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষাখণ্ডে প্রশিক্ষণ কার্য্যসূচিও হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এতে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর আগের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব না দিয়ে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহে প্রধান শিক্ষক পদে স্থায়ী নিযুক্তি না দিয়ে রাজ্য সরকার নিজের ইচ্ছেমত একের পর এক নির্দেশিকা জারি করে চলায় বিপাকে পড়েছেন বিভিন্ন শিক্ষকেরা। তাই স্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করা অবদি এই প্রশিক্ষণ কার্য্যসূচি বয়কটের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। আগামী একুশে মে-র মধ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্থ ট্যাবলেটগুলো তাঁরা পুনরায় বিভাগীয় কার্য্যালয়ে ফেরত দিয়ে আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তুলবেন। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের পদ স্থায়ীকরণ নিয়ে তাঁরা গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে নামার কথাও সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।এদিনের এই বিক্ষোভ কার্য্যসূচিতে পাথারকান্দি প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন খণ্ড সম্পাদক তরুণ সিংহ, সভাপতি খসরুল ইসলাম, সভাপতি ফকরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর সভাপতি নুর উদ্দিন সম্পাদক গৌরীশ রাই সহ পাথারকান্দি শিক্ষা খণ্ডের বিভিন্ন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

ব্যাংক, সাইবার জালিয়াতি রুখতে সচেতনতার মাত্রা বাড়াবে লালবাজার

কলকাতা, ১৯ মে (হি. স.) : কখনও ফোন করে চেয়ে নেওয়া হচ্ছে ব্যাংকের তথ্য। আবার কখনও বা সুকৌশলে মেল পাঠিয়ে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ বা লিঙ্ক পাঠিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এ ছাড়াও রয়েছে সেক্সটরশন চক্র, যারা অশ্লীল ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে। আধুনিক জালিয়াতদের পাল্লায় পড়ে ঘুম উড়েছে আমজনতার একটা বড় অংশের। লালবাজারের গোয়েন্দারাও রীতিমত নাকাল। তদন্তে ভাড়া বা 'মিউল অ্যাকাউন্ট'-এর মালিকদের সন্ধান পেয়ে তাদের গ্রেফতার করেন। অনেক সময়ই আড়ালে থেকে ফের শুরু করে জালিয়াতি।

এই অবস্থায় সাইবার ও ব্যাংক জালিয়াতি থেকে শহরবাসীকে রেহাই দিতে এবার টিভি চ্যানেলের আদলেই আলোচনা সভার আয়োজন করছেন কলকাতা পুলিশের কর্তারা। লালবাজারের গোয়েন্দা কর্তা ও আধিকারিকদের এই 'প্যানেল ডিসকাশন'-এর শুরুতেই থাকছে জামতাড়া জালিয়াতি। এরপর আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে হবে এই আলোচনা।

পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের সাইবার ও ব্যাংক জালিয়াতির ফাঁদ পেতে রেখেছে জালিয়াতরা। দেখা গিয়েছে,তাদের মধ্যে মূলত রয়েছে ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া, রাজস্থানের ভরতপুর ও নাইজেরীয়রা।

এর আগে সাইবার ও ব্যাংক জালিয়াতি ঠেকাতে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছে লালবাজার। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও আবাসনে ছাত্রছাত্রী এবং প্রবীণদের মধ্যে পুলিশ প্রচার চালিয়েছে। কিন্তু এরপরও জালিয়াতদের কবলে পড়ে প্রায় সর্বস্ব হারাচ্ছেন বহু শহরবাসী। সেই কারণেই আনকোরা নতুন এক পরিকল্পনা করেছেন পুলিশকর্তারা। বিভিন্ন ধরনের সাইবার ও ব্যাংক জালিয়াতি কীভাবে হচ্ছে ও কী কী উপায়ে তা রোধ করা যায়, তা সাধারণ মানুষকে জানাতে লালবাজারের কর্তারা বসাচ্ছেন আলোচনাসভা। টিভিতে যেমন 'প্যানেল ডিসকাশন'-এর অনুষ্ঠান, হয়, একেবারে সেই আদলেই।

প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হবেন কলকাতা পুলিশের এক কর্তা। আলোচনায় থাকবেন চার বা পাঁচজন পুলিশ আধিকারিক। সঞ্চালক তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের রাস্তা জানবেন। আগামী সপ্তাহ থেকেই ফেসবুক লাইভে এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হবে। প্রথম 'প্যানেল ডিসকাশন'-এ জামতাড়ার জালিয়াতরা যে পদ্ধতিগুলির সাহায্যে জালিয়াতি করছে, তা বোঝানো ও তা এড়িয়ে চলার পরামর্শ থাকবে।

সন্ত্রাসবাদী আরশদীপের দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করল এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি.স.) : শুক্রবার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কানাডা-ভিত্তিক "ঘোষিত সন্ত্রাসী" আরশদীপ সিং -র জন্য হিংসা, চোরাচালান এবং তোলাবাজিতে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)।

ধৃত অমৃতপাল এবং অমৃতক সিং নাম বলে শনাক্ত করা হয়েছে এবং দুজনেই মালিনা (ফিলিপাইনে) বসবাস করছিলেন। দুজনই দেশে নিষিদ্ধ সংগঠনের হিংসা ছড়ানোর কর্মকাণ্ডে জড়িত। দিল্লির এনআইএ আদালত তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে। তাদের বিরুদ্ধে পঞ্জাবে একাধিক মামলা রয়েছে। দু"জনেই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন "খালিস্তান টাইগার ফোর্স" (কেটিএফ) এজন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছিল।

রামনবমী হিংসার তদন্ত এনআইএর হাতেই, খারিজ রাজ্যের স্থগিতাদেশের আবেদন

নয়াদিল্লি, ১৯ মে (হি. স.) : রামনবমীতে হিংসার ঘটনার তদন্তের ভার এনআইএ-কে দেওয়ার বিরোধিতা করে রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট।

কলকাতা হাই কোর্টের দেওয়া এনআইএ তদন্তের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে রাজ্য সরকারের তরফে যে আর্জি জানানো হয়েছিল, শীর্ষ আদালত শুক্রবার তা খারিজ করে দিয়েছে।

জুন মাসে গ্রীষ্মের ছুটির পরে এই মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ।

রামনবমীর মিছিল ঘিরে হাওড়ার শিবপুর, হুগলির রিষড়া, উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা-সহ কয়েকটি এলাকায় হিংসার ঘটনা নিয়ে গত ২৭ এপ্রিল এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে এ সংক্রান্ত সমস্ত নথি এনআইএ-কে হস্তান্তর করতে হবে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনস্বার্থ মামলা করছেন অভিযোগ করে হাই কোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদনে জানানো হয়েছিল শীর্ষ আদালতের কাছে। কিন্তু শুক্রবার সেই আবেদন নাকচ হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার 'দ্য কেরালা স্টোরি' ছবিটি নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত মামলাতেও রাজ্যের আবেদন খারিজ করেছিল শীর্ষ আদালত।

ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ আশ্রমে ফলহারানী কালীপূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ধলেশ্বরস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রমে বৃহস্পতিবার রাতে ফলহারানী কালীপুজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ধর্মীয় রীতি মেনে হয় পুজা। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব জগৎ -র নারী শক্তির মধ্যে যে দেবীত্বের প্রকাশ রয়েছে এবং জগৎ জননী যে জগৎ -কে তার নিজের ভাবে পরিচালিত করছেন, সেই ভাবকে জাগরিত করতে এই পুজা করেছিলেন। নারীদের মধ্যে রয়েছে জগৎ- কে পরিচালনা করার সম্পূর্ণ শক্তি। জগৎ জননীকে মাতৃ শক্তিকে রূপান্তরিত করার জন্য শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব দক্ষিনেশ্বরে এই দিনটিতে মাকে পুজা করেছিলেন বলে জানান ধলেশ্বর স্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক। এদিন ধর্মীয় রীতি মেনে হয় পুজা।

কৈলাসহরে বেআইনী দখলদারদের বিরুদ্ধে মাঠে নামল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। কৈলাসহর নেতাজি কর্নার থেকে জেলা কারাগার পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে অবশেষে ব্যবস্থা গ্রহণ করল কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন। শুক্রবার অবৈধ অস্থায়ী দোকান ঘর গুলি কৈলাশহর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। কৈলাশহর বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের সামনে থেকে কৈলাশহর জেলা কারাগার পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশের জায়গা অবৈধ ভাবে দখল করে ব্যবসা করে আসছিল একাংশ ব্যবসায়ী। এতে করে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারন মানুষের। বিষয়টি অনুধাবন করে মহকুমা প্রশাসন শুক্রবার সকালে উচ্ছেদ অভিযান চালায়। মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান রাস্তার পাশে নতুন করে ড্রেইন নির্মাণ করা হবে। তাই এইদিন উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

মৃত ঘোষণা করে দেন। যদিও পরিবারের লোকজন ইমরান হোসেন অবৈধ কাঠ চেরাইয়ের সমিলে কাজ করার বিষয়ে কোন কিছু বলতে নারাজ। তবে তারা চিকিৎসককে এই বিষয়টি জানান। পরে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি জানান। তিনি আরও জানান ঘটনার বিষয়ে পুলিশকে অবগত করা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে অবৈধভাবে সমিল বসিয়ে কাঠ চালাই করে বিক্রি করা হচ্ছে। তাতে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সাবার হয়ে যাচ্ছে। তাতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বনদপ্তর এসব বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করছে না বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। বনদপ্তর নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার লক্ষ্যে মাঝে মধ্যে দুই একটি স্থানে হানা দিয়ে কাঠ কিংবা গাছের লক উদ্ধার করে নিজেদের দায় দায়িত্ব খালাস করার কৌশল নিচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে বড় দপ্তরের কর্মকর্তারা কর্মীসল্পতাকে এর জন্য দায়ী করে চলেছেন। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে। তাতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

প্রধান ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং নিয়মিত জল সরবরাহ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রামবাসী অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্থগিতাদেশ

● প্রথম পাতার পর

নিয়েছিলেন,এমন ৩০জনকে তলব করে গোপন জবানবন্দিও নথিবদ্ধ করেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তার ভিত্তিতেই চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন তিনি।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি বাতিলের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সোমবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলা করা হয়।

চাকরিহারাদের পক্ষে তাঁদের আইনজীবীরা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে সওয়াল করে জানান, আদালতের নির্দেশেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই। তাদের কোনও তদন্তের রিপোর্টে এখনও পর্যন্ত এমন কোনও তথ্য উঠে আসেনি, যার জন্য ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করে দিতে হবে। যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেয়নি আদালত। তাঁদের সঙ্গে কথা না বলেই চাকরি বাতিলের এত বড় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ীই অপ্রশিক্ষিত হিসাবে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা। ফলে এ ক্ষেত্রে আইন ভেঙে কোনও নিয়োগ হয়নি বলে দাবি চাকরিচ্যুতদের একাংশের।

এদিন বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম রায়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগের মতোই চাকরি করতে পারবেন তাঁরা। কিন্তু বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় রায়ে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। অন্তর্বর্তী পর্যবেক্ষণে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ মতোই। অর্থাৎ এই ৩২ হাজার শিক্ষক যারা ২০১৬ সালের প্যানেল প্রকাশের সময় অপ্রশিক্ষিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আসতে হবে। ইন্টারভিউ এবং অ্যাপটিচিউড টেস্টের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়ে শিক্ষকরা সাময়িক স্বস্তি পেয়েছেন। আদালতে চাকরিহারাদের আইনজীবীদের যুক্তি ছিল, তাঁদের বক্তব্য না শুনেই সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সেকারণেই তাঁদের বক্তব্য শোনা হবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি

● প্রথম পাতার পর

হবে। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি গ্রামপ'য়েত, ভিলেজ কমিউনিটি, সামাজিক সংস্থাগুলিকেও সমানভাবে সক্রিয় হতে হবে। তিনি বলেন, যারা ইতিমধ্যে ড্রাগে আসক্ত হয়েছেন তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাযুক্ত ডি-অ্যাডিকশান সেন্টার পর্যাপ্ত পরিমাণে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে আসক্তরা সহজে চিকিৎসার পাশাপাশি পুনর্বাসন পেতে পারেন। তিনি ত্রিপুরাকে ড্রাগ মুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার কাজে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তপক্ষের এ'কিউটিভ চেয়ারম্যান টি অমরনাথ গৌড়, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি তথা হাইকোর্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারম্যান এ লোধ, ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তপক্ষের সদস্যসচিব দাতামোহন জমাতিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। একইসাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সারা রাজ্য থেকে সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়, বিচারপতি এ লোধ, ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তপক্ষের সদস্যসচিব দাতামোহন জমাতিয়া প্রমুখ ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করে তোলার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

রাজ্যে করোনা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম জেলায় ৩ জন, খোয়াই জেলায় ১ জন, দক্ষিণ জেলায় ২ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি চার জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

পুলিশও। পুলিশ দুটি ভ্রূণ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি, আইনগত ভাবে গর্ভপাতের পর হয়তো ভ্রূণ ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবে, এ-বিষয়ে বিশদে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

ইনফোসিসের শেয়ার পড়তেই একলাফে অনেকটা সম্পত্তি খোয়ালেন সুনাক-পত্নী অক্ষতা

লন্ডন, ১৯ মে (হি. স.) : ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও তাঁর স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি সম্পত্তিতে ভাটার টান। বছরখানেক আগেও তা ছিল ৭৩০ মিলিয়ন পাউন্ড। কিন্তু এক বছরে তা কমে গিয়েছে প্রায় ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড!

আসলে বাবা নারায়ণ মূর্তির সংস্থা ইনফোসিসের শেয়ারের দর কমায় তার প্রভাব পড়েছে অক্ষতার শেয়ারেও। ওই সংস্থায় ৬৪ বিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ রয়েছে সুনাক-পত্নীর। ইনফোসিসের ক্ষতির কারণে তাই সুনাক-অক্ষতার সম্পত্তির পরিমাণ একলাফে হয়ে দাঁড়িয়েছে ৫২৯ পাউন্ড। ইনফোসিসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি। সেই ব্যবসায় মাত্র ১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে অক্ষতার। কিন্তু গত এক বছরে শেয়ার বাজারে ইনফোসিসের পতন হয়েছে। যার ফলে বাজারে এক-পঞ্চমাংশ কমে গিয়েছে ইনফোসিসের মূল্য। ভারতীয় প্রযুক্তি ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগের কারণেই এই পতন। আর তার প্রভাব পড়ল অক্ষতার সম্পদেও।

উল্লেখ্য, গত মাসে ব্রিটিশ সরকারের তদন্তের মুখে পড়েন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। স্ত্রী অক্ষতা মূর্তিকে ব্যবসায় সুবিধা পাইয়ে দিতে নতুন বাজেট নীতি প্রণয়ন করেছেন, এমনই অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই তদন্ত শুরু হওয়ার পরও এক ধাক্কায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি খুইয়েছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী।

চিনে পাহাড়ি রাস্তা থেকে গাড়ি উল্টে নিহত ১১

বেজিং, ১৯ মে (হি. স.) চিনের দক্ষিণাঞ্চলে একটি গাড়ি পাহাড়ি রাস্তা থেকে উল্টে পানিতে পড়ে গেছে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১১ যাত্রী নিহত হয়েছেন। ভিয়েতনামের সঙ্গে চিনের সীমান্তের কাছে একটি পাহাড়ি অঞ্চলে দুর্ঘটনা ঘটে।

চিনের গুয়াংজি প্রদেশে স্থানীয় সময় শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িটিতে ১৪ জন যাত্রী ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে একটি প্রাথমিক সূত্র বলছে, দুর্ঘটনায় তিনজন বেঁচে থাকা ছাড়া, বাকি ১১ জনই নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের অভাবে চিনে সড়ক দুর্ঘটনা সাধারণ ঘটনা। গত জানুয়ারিতে, দেশটির পূর্ব জিয়াংসি প্রদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯ জন মারা যান। আহত হন ২০ জন।

প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে : প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।।প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকদের আরও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। আজ বিলোনীয়া সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক মাইলাফু মগ, বিধায়ক স্বপা মজমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপা বৈদ্য, দক্ষিণ জেলার ৮টি ব্লকের প'য়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্র, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজ বাহিদ এ এবং বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করে গরীব মানুষদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রক'ত মৎস্যচাষী ও প্রাণীপালকগণ যাতে বঁচি না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সভায় প্রাণীসম্পদ ও মৎস্যমন্ত্রী সুবিধাভোগীদের বাণিজ্যিকভাবে প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষে উৎসাহিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জেলার পতিত জলাশয়গুলিকে সংস্কার করে মৎস্যচাষের উপযোগী করে তোলার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়াও তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন, তপশিলি জাতি সম্পদায়ের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত স্টাইপেণ্ড সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ যাতে গ্রহণ করতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হবে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ত্রিস্তর প'য়েতের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আজ এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও জেলা প'য়েত কার্যালয়ের উদ্যোগে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অরুন্ধতীনগরের প'য়েতীরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গ্রাম স্বরাজ ভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য। কর্মশালার উদ্বোধন করে ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বলেন, এই কর্মশালায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ৭৯টি দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা হবে। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশিকা নিয়ে ত্রিস্তর প'য়েতের জনপ্রতিনিধিদের অবহিত করতে এই কর্মশালা। কর্মশালায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যাগণ, জেলার বিভিন্ন প'য়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন গ্রাম প'য়েতের প্রধান উপপ্রধানগণ, জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, প্রতি বছরই সরকারি প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকার কিছু পরিবর্তন হয়। এই সমস্ত নির্দেশিকা সম্পর্কে জনপ্রতিনিধিদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রজত পন্থ। ধন্যবাদ 'পন করেন জিলা পরিষদের সচিব বিষ্ণুপদ রায়। কর্মশালায় প'য়েত দপ্তরের প'য়েতরাজ উন্নয়ন আধিকারিক হিল্লোল দাস, 'আমার সরকার' ওয়েব পোর্টাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প'য়েত দপ্তরের প্রতিনিধি শুভায়ন চক্রবর্তী ও বিজয় ভাস্কর দাস প'য়েত উন্নয়ন তহবিল, প'দশ অর্থ কমিশন, প'য়েতের নিজস্ব আয়, প'য়েতে অর্থ ব্যয়ের নির্দেশিকা নিয়েও আলোচনা করেন। কর্মশালায় রোশনি প্রকল্প, টিবিমুক্ত প'য়েত, এমজিএন রেগা, রঙধনু প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ, স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করেন প্রোগ্রাম অফিসার ড. শ্যামরূপ ভ-াচার্য, এপিডি বিপুল কর্মকার, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক ড. চন্দ্রানি বিশ্বাস ও ডিসিএম শীর্ষেন্দ দেববর্মা।

মেয়াদ

● প্রথম পাতার পর

যাচ্ছে, তখন তাঁর প্রতিশ্রুতির কী হবে?" এই নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়ার সঠিক কারণ কেন্দ্রকে ব্যাখ্যা করতে হবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। মানুষকে সমস্যায় ফেলতে এবং মানুষের বিরুদ্ধে এজেন্ডা করতেই তৎপর কেন্দ্র।

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশও মোদী সরকারকে কটাক্ষ করে লেখেন, আগে কাজ করে ফেলে পরে ভেবেছে সরকার। ধুমধাম করে ২০০০ টাকার নোট এনে এখন নিজেরাই তা তুলে নিচ্ছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমও টুইটারে তোপ দাগেন। লেখেন, "এটাই প্রত্যাশিত ছিল। ২০০০ টাকার নোট লেনদেনে এমনিতেই সমস্যা হত। মূর্খের মতো নোটবাতিলের উপর ২০০০ টাকার ব্যান্ডেড দেওয়া হয়।"

চলাচল

● প্রথম পাতার পর

সকাল পাঁচটা নাগাদ এএস০১ইসি৮৯৮৪ নম্বরের একটি লরি টাইলস বোঝাই করে আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায় আসামাত্র লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উল্টে গিয়েছিল। তাতে গাড়ির চালক ও সহ চালক সামান্য আঘাত পেয়েছেন। স্থানীয় মানুষ বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাঁরাই আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়ার মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। দুর্ঘটনায় রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল। পরবর্তী সময়ে ড্রজারের সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। দীর্ঘ চার ঘন্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রীকে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায়। যদিও তাদের এক বন্ধু রেস্টুরেন্টে চলে আসার ফলে গুণধর শিক্ষক তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। গুণধর শিক্ষক অমিতাভ শিলের কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে শুক্রবার প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা ঐ শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে হানা দেয়। অভিযুক্ত শিক্ষককে উত্তম-মাধ্যম দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাশহর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কৈলাশহর থানার পুলিশ গুনধর শিক্ষককে কৈলাসহর থানায় নিয়ে যায়।

রাজ্যব্যাপী ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। গোটা রাজ্যে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় সিপিআইএমের পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের সামনে।দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের সম্পাদক শ্যামল দে জানান, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক কৃষক থেকে শুরু করে সকল অংশের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত করে তোলার বার্তা দিতেই এবছর ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষেতমজুর সহ শ্রমজীবী মানুষের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে আসছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লড়াই সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার সুরক্ষার জন্য তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

পুর নিগমের উদ্যোগে মোবাইল টয়লেটের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে শুক্রবার দুটি মোবাইল টয়লেটের সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন পুর নিগমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে এই দুটি মোবাইল টয়লেটের সূচনা করা হয়। ভ্রাম্যমান এই মোবাইল টয়লেটের সূচনা পর্বে ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, সহ অন্যান্য কর্পোরেটারেরা। প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই দুটি মোবাইল টয়লেট ক্রয় করা হয়। ভ্রাম্যমান এই টয়লেট গুলো যে কোন জ

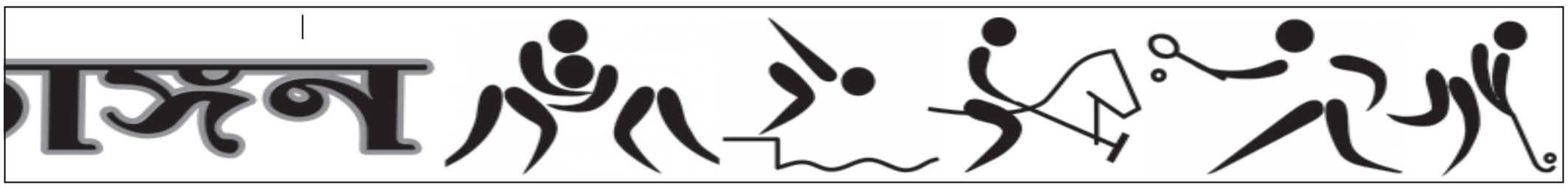

অমরপুরে ক্লাব ক্রিকেটের ফাইনালে দেবাপতি - ডায়মন্ড মুখোমুখি ২২শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ফাইনালে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির বিরুদ্ধে খেলবে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব। ২২ মে হবে ফাইনাল ম্যাচ। অমরপুর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। শুক্রবার রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব ৫ উইকেটে পরাজিত করে জুপিটার ক্লাবকে। জুপিটার ক্লাবের গড়া ১৭৮ রানের জবাবে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব ৫ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের রিয়াজ উদ্দিন এবং বিজীত দলের শ্রাবণ কুমার জমাতিয়া অর্ধশতরান করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে জুপিটার ক্লাব ৩৮.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৭৮ রান করে। দলের হয়ে ৩ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শ্রাবণ কুমার জমাতিয়া যদি কড়া প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে দলীয় বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয়। মূলত দলের নীচের সারির ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় দুশতরানের গন্ডি পার হতে পারেনি।

দলের পক্ষে শ্রাবণ কুমার জমাতিয়া ৬৮ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৭, পূর্ণ সাধন জমাতিয়া ৭২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, অবিনয় ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দলের আর কনোও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৬ রান। ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাবের পক্ষে সুব্রত চক্রবর্তী (৪/৪২) এবং সঞ্জয় মজুমদার (৩/১০) সফল বোলার। জবাবে কেলতে নেমে ২৫.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব। দলের পক্ষে রিয়াজ উদ্দিন ৪৮ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২, ঋতম দাস ৪০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫(অপ:), সঞ্জয় মজুমদার ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ (অপ:), আবীর কর্মকার ২৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং প্রীতম বর্মন ২৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। জুপিটার ক্লাবের পক্ষে রতমকৃষ্ণ জমাতিয়া (২/৪৩) সফল বোলার।

আমবাসায় ক্রিকেট : ১ম জয়ের স্বাদ পেলো নবদিগন্ত ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো নবদিগন্ত ক্লাব। নিতাই দেবনাথের বিধ্বংসী বোলিংয়ে। আমবাসা মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। দশমীঘাট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নবদিগন্ত ক্লাব ৫ উইকেটে পরাজিত করে ঐকতান ক্লাবকে। সকালে টসে জয়লাভ করে ঐকতান ক্লাবের গড়া ১৩২ রানের জবাবে নবদিগন্ত ক্লাব ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

বিজয়ী দলের নীতাই দেবনাথ ৬ উইকেট পেয়েছেন। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ঐকতান ক্লাব ১৩২ রান করে।

দলের পক্ষে নির্মল পাল ৩৯ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯, মৃন্ময় সোম ২০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ এবং অশোক ৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। নবদিগন্ত ক্লাবের পক্ষে নীতাই দেবনাথ (৬/৬১) এবং করণ ত্রিপুরা (৪/৪৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ২৮.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় নবদিগন্ত ক্লাব। দলের পক্ষে কিংকর পাল ৪১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, অনন্ত দাস ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ (অপ:), করণ ত্রিপুরা ২৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, রাহুল দেবনাথ ৩২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান। ঐকতান ক্লাবের পক্ষে ছেন্টু দেবনাথ (২/৩৭) সফল বোলার।

ধর্মনগরে সুপার লিগ ক্রিকেটের ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত : আম্পায়ার নিয়ে ক্ষোভ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। পরিত্যক্ত হলো ম্যাচ। বৃষ্টির ফলে আউট ফিল্ড ভিজে থাকায়। শুক্রবার শক্তিশালী অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিলো পদ্মপুর। ধর্মনগর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সুপার লিগ ক্রিকেটে। কলেজ স্টেডিয়ামে খেলা শুরু হয়েছিলো ভালোভাবেই। আচমকাই কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। বৃষ্টি কমতেই আবার ম্যাচ শুরুর পরিকল্পনা নিলেও আউট ফিল্ড ভিজে থাকায় খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয় ম্যাচটি। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় অ্যাথলেটিক্স ক্লাব চাপে পড়ে গেলো। এদিন ম্যাচের যে অবস্থা ছিলো তাতে শক্তিশালী অ্যাথলেটিক্স ক্লাউবের জয় অনেকটাই নিশ্চিত ছিলো। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে পদ্মপুর। বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন পদ্মপুর ১৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৫৫ রান করে খাদের কিনারায় ছিলো। দলের পক্ষে সুমন সিনহা ২৬ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রানে এবং আকাশ বারই ৩৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে মুন্না ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের পক্ষে সঞ্জয় শর্মা (৩/১৯) সফল বোলার। এদিকে আম্পায়ার লিঙ্কন চৌধুরির ভূমিকা নিয়ে মাঠেই প্রশ্ন তুললেন ক্রিকেট প্রেমীরা। এদিন সকালে আধ ঘন্টা বৃষ্টি হওয়ার পর থেমে যায়। স্টেডিয়ামের কর্তব্যরত কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে মাঠটিকে খেলার উপযুক্ত করে তুলেন। তারপরও কেনও ম্যাচটিকে খেলালেন না দুই আম্পায়ার লিঙ্কন এবং নীহার মল্লিক।

অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে 'ও' লেভেল আম্পায়ার লিঙ্কনের দিকেই। অনেকেই মনে করছেন, অ্যাথলেটিক্স ক্লাবকে চাপে ফেলার জন্যই আম্পায়ার ইচ্ছে করে ম্যাচটি শুরু করেননি। কেনও খেলা হবে না? তা নিয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের কর্তারা প্রশ্ন করলে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার' চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন আম্পায়ার লিঙ্কন। এনিয়ে মাঠেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ দেখান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের কর্তারা।

সন্তোষ মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেটের শেষ দিনে খেতাবি লড়াই আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শেষ দিনের ম্যাচ। দুই মাঠে দুটিই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। আট দলীয় সন্তোষ মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ক্রিকেটের অন্তিম দিনে দুই মাঠে দুটি ম্যাচ মূলতঃ চ্যাম্পিয়ন, রানার্স নির্ণয়ের খেতাবি লড়াই বলা যেতে পারে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি) খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। দুই দলই মুখিয়ে রয়েছে অন্তিম ম্যাচে জয়ের স্বাদ পাওয়ার জন্য। এই ম্যাচে যে দল জয়ী হবে অবশ্যই সেই দল চ্যাম্পিয়ন অথবা রানার্স-আপের একটি খেতাব পাবেই। দুই দলই এ পর্যন্ত ছয়টি করে ম্যাচ খেলে চারটি করে ম্যাচ জিতে নিয়ে ১৬ করে পয়েন্ট পেলেও রান রেটের নিরিখে পোলস্টার তৃতীয় শীর্ষে এবং বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব চতুর্থ শীর্ষে অবস্থান করছে। নরসিংগড়ের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ব্লাডমাউথ ক্লাব খেলবে ওল্ড প্লে সেন্টার বা ওপিসি-র বিরুদ্ধে। লীগ চ্যাম্পিয়নের অন্যতম দাবিদার ব্লাডমাউথ এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জয়ের সৌজন্যে কুড়ি পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে এককভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ওপিসি ছয় ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জয়, দুটিতে হার এবং একটি পরিত্যক্ত ম্যাচের পয়েন্ট ভাগাভাগিতে মোট ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পঞ্চম শীর্ষে রয়েছে।

আগামীকালের ম্যাচে ব্লাডমাউথ চাইছে জয় ছিনিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়নের খেতাব ঘরে তুলে নিতে। চার দলের খেলোয়াড়রাই আজ বিরতির দিনে প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। আগামীকাল নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে মরিয়া সবকটি দলের খেলোয়াড়রাই।

উদয়পুরে আন্ত: স্কুল ক্রিকেটের প্রথম সেমিফাইনাল রি-ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটি পুনরায় আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খেলা হবে জামজুরি দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল বনাম গরিয়া একাডেমীর মধ্যে। আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় কেবিআই গ্রাউন্ডে ম্যাচটি পুনরায় আয়োজনের সব রকমের ব্যবস্থা নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। উদয়পুর ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আন্ত: স্কুল লিগ কাম নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে ৮ মে থেকে। ১৭ মে, বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে গড়িয়া একাডেমি ও জামজুরি দ্বাদশ শ্রেণি স্কুল দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। ৪০ ওভার এর ম্যাচে গড়িয়া একাডেমী প্রথমে ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়ে ২৬.৪ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ পন্ড হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে মাঠ খেলার অনুপযুক্ত হওয়ায় আম্পায়াররা পরবর্তী সময়ে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়ে দেয়। অনুপযুক্ত মাঠ খেলার জন্য উপযুক্ত করে তুলতে তিন দিন সময় লেগেছে বলে উদ্যোক্তারা আগামীকাল ম্যাচটি পুনরায় আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। টুর্নামেন্ট কমিটির কনভেনার শ্যামানন্দ সেন টুর্নামেন্টটি চালু রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছেন। টুর্নামেন্টের অপর সেমিফাইনালে বগাবাসা স্কুল খেলবে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বিরুদ্ধে। আগামীকাল প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচটি সম্পন্ন হলে, পরবর্তী দিনেই দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সি-ডিভিশন ফুটবল এনন্টি ২৭ মে-র মধ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। সি- ডিভিশন ফুটবল লীগ-এর এন্টি ফি জমা দেওয়ার দিন ঘোষণা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন ইতোমধ্যে সি-ডিভিশন ফুটবল লিগ শুরু করতে যাচ্ছে। অনুমোদিত সবকটি ইউনিট তথা ক্লাব, সংঘ বা দলকে আগামী ২৭ মে-র মধ্যে প্রতিদিন বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময়ে (ছুটির দিন বাদে) ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন অফিস কক্ষে যোগাযোগ করে এন্টি ফি জমা দেওয়ার জন্য লীগ কমিটির সভাপতি চঞ্চল নন্দী এক প্রেস বিবৃতিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

যুব সম্প্রদায়কে স্কিল ডেভেলপমেন্টে বিলোনিয়ায় ৩ দিনের শিবির শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। যুব সম্প্রদায়কে স্বরোজগারী হওয়ার লক্ষ্যে, দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিন দিনব্যাপী এক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের দক্ষিণ জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে এই শিবির বিকেআই শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল বেলা ১১ টায় শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র ঘোপ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া, সম্মানিত অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শ্রীমতি বকুল দেবী দেবনাথ, দক্ষিণ জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকতা দেবাশীষ ভট্টাচার্য, দক্ষিণ জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য গৌতম সরকার, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুভাষ দাস প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের কাউন্সিলর শ্রীমতি দীপা পাল মজুমদার। দক্ষিণ জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি বাবুল চন্দ্র দেব এক আমন্ত্রণপত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

ফুটবলার অন্বেষণে জেলা শিক্ষা অফিসারদের জড়িত হতে আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল থেকে ফুটবলার অন্বেষণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কার্যালয়। যদিও তা মূলতঃ ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনকে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর মধ্য দিয়ে। ইতোমধ্যে ঘোষণার মাধ্যমে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সারা রাজ্য জুড়ে জেলা ভিত্তিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে বয়স ভিত্তিক অনূর্ধ ৮, অনূর্ধ ১১, অনূর্ধ ১৩, অনূর্ধ ১৫ এবং অনূর্ধ ১৭ বছর পৃথক পৃথকভাবে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে যাচ্ছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মহকুমা অথবা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ইতিমধ্যে এই টুর্নামেন্ট শুরু হতে যাচ্ছে। এদিকে, রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা সকল স্তরের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারদের এই আয়োজনে নিজেদের জড়িত করার আহ্বান জানান। জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্মকান্ডে সরকারি আধিকারিকরাও জড়িত হয়ে আখেরে রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান বা উদীয়মান ফুটবলারদের খুঁজে আনাই হলো এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders/quotation are invited from the Authorised dealéts/ Distributor/ reputed and experienced firms having experience for supplying, fitting and fixing and initialiaziltion/ commissioning of "Biometric Attendance System" at the College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, R.K. Nagar as per terms & conditions and specifications.
The details terms and conditions of the tender are available in the portal of Animal Resources Development Department http://www.ardd.tripura.gov.in and also will be available from the IT Section of the College

ICA/C-587/23

[Dr. (Mrs.) P. Barman]
Principal, CVSc &AH
RK. Nagar, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/NIT/EE/PWD/AMP/2023-24 Dated: 06-05-2023
Memo No.E.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/ 1290-1357 Dated : 06-05-2023.
Cost of Tender form: Rs.10,000.00/- (Ten thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: 13-06-2023 upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: 13-06-2023 at 15:30 hrs. (if possible.)

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	Infrastructure Development of Chlokham H.S. School at Karbook Block, Gomati District, Tripura under World Bank Aided Project namely, TRESP. RFB NO: IN-PWD(B)-360327-CW-RFB	Rs. 11,74,25,978	Rs. 23,40,000.00	540 Days	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website. https://tripyratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-583/23

Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No.:-09/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Dated.15-05-2023

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:-

1. Name of work:- "Mtc. of Premtala to Churaibari road (L=2.90KM) under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: Patch Metalling, Grouting, patch carpeting, stone seal coat, etc. during the year 2023-24."
DNIT No.:- 11/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Estimated Cost:- Rs.24,26,573.00.
Earnest Money :-Rs.48,531.00 Bid Fee:-Rs.1000.00
Time for completion :-90 (Ninety) Days.
2. Name of work: "Mtc. of road (i) Dayananda Ashram road (L=0.450KM) (ii) Jalaibari to Premtala (L=0.560KM) (iii) Mukam Bazar to Fulbari (L=1.50KM) under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: Patch Metalling, Grouting, patch carpeting, sand seal coat, etc. during the year 2023-24."
DNIT No.:- 12/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Estimated Cost:- Rs.24,25,256.00.
Earnest Money :-Rs.48,505.00 Bid Fee:-Rs.1000.00
Time for completion :-90 (Ninety) Days.
3. Name of work:- "Mtc. of road Natun Bazar to Gobindapur (Ch. 0.380KM to 2.19KM) under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: Patch Metalling, Grouting, patch carpeting, sand seal coat, etc. during the year 2023-24.(Gr. No-1)".
DNIT No.:- 13/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Estimated Cost:- Rs.24,27,184.00.
Earnest Money -Rs.48,544.00 Bid Fee:-Rs.1000.00
Time for completion :-90 (Ninety) Days.
4. Name of work:- "Mtc. of road Natun Bazar to Gobindapur (Ch. 2.19KM to 4.00KM) under PWD (R&B) Sub-Division Kadamtala/ SH: Patch Metalling, Grouting, patch carpeting, sand seal coat, etc. during the year 2023-24.(Gr. No-II)..
DNIT No.:- 14/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Estimated Cost:- Rs.24,26,151.00.
Earnest Money :-Rs.48,523.00 Bid Fee:-Rs.1000.00
Time for completion :-90 (Ninety) Days.
Last date & time for online Bidding: 05-06-2023.upto 3:00 PM.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in.

ICA/C-579/23

Executive Engineer
PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

পলাতক আসামী সন্ধানের বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া পলাতক আসামী নাম শ্রী পঙ্কজ দেব বয়স ৩৮ বৎসর, পিতা- মৃত পরেশ দেব, ঠিকানা ইস্ট লাম্বুছড়া, থানা- কমলপুর, জেলা - ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙ- শ্যামলা, উচ্চতা- ৫ফুট ৫ ইঞ্চি, উক্ত ব্যক্তি গত ১০/০৩/২০২৩ইং তারিখে আনুমানি ক ১ টা ৩০ মিনিট নাগাদ ইস্ট লাম্বুছড়া থেকে এক কিশোরীকে অপহরণ করিয়া নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজা খুঁজির পরও তাকে খোঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিষয়ে কমলপুর থানায় গত ১২/০৩/২০২৩ইং তারিখে ধারা ৩৬৬ আইপিসি মুলে একটি মামলা নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাবার নং ৩১/২০২৩ ইং উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।
উক্ত পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগ ঠিকানা : পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা,
দূরভাষ ০৩৮২৬২৬২৫২৯
০৩৮২৬২৬২৫৫৮
৯৪৩৬৯৭২৬৮০
৮৭৩১৮০০৪৭৭

পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা

ICA-D-238/23

SHORT-NOTICE INVITING Re-TENDER

Re-Tender in plain paper in sealed cover super scribed "Tender-for Stationary Articles" for the financial year 2023-24 are invited on behalf of the Govt. of Tripura from the registered Co-operative Societies / Lamps / Pacs, Bonafied and responsible Govt. order suppliers for the office of the Dy. Director of Horticulture, Kumarghat, Unakoti Tripura. The Tender should quote their rate both in figures and words in the Tender form (brand wise). Tender form will be received upto 12/06/2023 from 11.00 AM to 3.00 PM & will be opened on same day if possible.
List of the Stationary Articles & details related to terms & condition etc. may be obtained from Office of the undersigned on any working days from 11.00 AM to 3.00 PM.

ICA/C-595/23

(Ar. B.M. Chakma)
by. Director of Horticulture
Kumarghat Unakoti Tripura

NOTICE INVITING TENDER

The Supdt. Of Agriculture, Kumarghat Agri. Sub-Division, Kumarghat, Unakoti Tripura on behalf of Governor of Tripura, invites off line Carrying rate tender for internal transportation Carrying of Agri. Inputs (Fertilizer, Seeds, Implements etc.) from Agri. Main Store to different Sub Seed Stores under Kumarghat Agri. Sub-Division for 1 (One) year from the date of acceptance of Tender.

Sl.No	Name of work	Estimated Cost	EMD	Time of completion	Date & Place of sale Tender Document	Date of Tender dropping	Date of Opening Tender	Date & Tender Place of Opening	Class	Remarks
1.	Internal Carrying of Agri. Inputs (Fertilizer, seeds, Implements etc.)	Rs. 450000/-	Rs. 9000/-	1 Year (356 days)	03-06-2023 atSA Kumarghat Office	05-06-2023 up to 3:00 PM at S.A. Office, Kumarghat	05-06-2023 at 4:00 PM , if possible	SA Office, Kumarghat.	Appropriate class	

The tender shell quote their rates in plain paper per quintal against each destination points both in figures and in words in the prescribed form which will be available from the office of the undersigned during the office hours up to 48 hour before the schedule time of dropping the tender papers on payment of Rs. 1000/- only to the cash O/o the U/s through CIMICR. Approximate quantity of carrying of Agri. Inputs during the said period is estimated to 1000 MT to 1500 MT which may increase or decrease.

ICA/C-592/23

Supdt. Of Agriculture
Kumarghat Agri. Sub-Division
Kumarghat, Unakoti Tripura.

ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ আসাম রাইফেল স্কুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মে।। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং মানসিক ভাবে শক্তিশালী করার অভিনব উদ্যোগ গ্রহন করল তেলিয়ামুড়াস্থিত আসাম রাইফেল হাইস্কুল।

তেলিয়ামুড়া রাংখল পাড়ার আসাম রাইফেল হাই স্কুল। প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বিদ্যালয়ে সামার ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকে। এবছর এই সামার ক্যাম্পের থিম হল স্কিল ডেভেলপমেন্ট। তারই অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার এই ক্যাম্পের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা তৈরি করা বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে রকমারি স্টল খোলা হয় তেলিয়ামুড়া অম্পি চৌমুহনী এলাকায়।এই স্টল এর মধ্যে রয়েছে বাশ বেতের তৈরী বিভিন্ন সামগ্রী,ঘর সাজানো ও মেয়েদের সাজের জিনিস, বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা, এছাড়াও রয়েছে রকমারি খাবারের স্টল। বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অঞ্জনা রাংখল জানান এবছরে সামার ক্যাম্পের থিম হল স্কিল ডেভেলপমেন্ট। সেখানে বাচ্চাদের নিজেদের দক্ষতা দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করা শিখে সেগুলোকে বাজারে বিক্রি করে কিভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় তা সেখানো হয়। এর মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের এক দিকে নিজেদের দক্ষতা বহিঃপ্রকাশ করার যেমন সুযোগ রয়েছে পাশাপাশি তাদের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে উঠে। এদিকে বিদ্যালয়ের এ ধরনের উদ্যোগে প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় গোটা তেলিয়ামুড়া থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সহ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কর্মমুখী শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রতিযোগিতার দৌড়ে সরকারি কিংবা বেসরকারি স্তরে ও চাকরি পাওয়ার খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে।। সেক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গন থেকেই যদি কর্মমুখী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহলে সরকারি কিংবা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি না পেলেও নিজের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ছেলেমেয়েরা রুটি রোজগারের পথ প্রশস্থ করতে পারবে। আসাম রাইফেল স্কুল যে কর্মমুখী শিক্ষা জনসম্মুখে তুলে ধরেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। রাজ্যের প্রতিটি স্কুল এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা খুবই সময়োপযোগী বলে মনে করেন বিভিন্ন মহল।

গাছ থেকে পড়ে আহত কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। গাছ থেকে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত এক কিশোর। ঘটনা শান্তিরবাজার মহকুমার কোয়াইফাংর শ্রীকান্ত বাড়ি এলাকায়। জিবিতে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন ১২ বছরের আকাশ ত্রিপুরা। পরিবারের সদস্যরা জানান শুক্রবার চার জন মিলে গাছ থেকে পাকা আম পাড়তে যায়। এরপর আচমকা গাছ থেকে পড়ে যায় আকাশ। অন্য কিশোরদের চিৎকারে ছুটে আসে পরিবারের সদস্যরা। আকাশকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় জিবিতে স্থানান্তর করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস পালন করল আমরা বাঙালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে এই দিনে শিলচর রেল স্টেশনে ১১ জন বাঙালিকে বাংলা ভাষার জন্য শহীদ হতে হয়েছিলেন। শুক্রবার আমরা বাঙালি ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে এই দিনটি উনিশের ভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়। দলীয় কার্যালয়ে ভাষা আন্দোলের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন দলীয় কার্যকর্তারা। ২১ ফেব্রুয়ারী এই ভাষা আন্দোলনে বাংলাদেশে যেমন শহীদ হয়েছিলেন একদল মানুষ, ঠিক তেমনি ভাবে শিলচরেও ১৯৬১ সালে শহীদ হন ১১ জন। আমরা বাঙালি ত্রিপুরা প্রদেশের সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সারা রাজ্যে দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। অসমের বুকে আসমিয়া ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল বলে জানান তিনি। এই ১১ জন শহীদের মধ্যে দুজন রাজ্যের মানুষ রয়েছে বলে জানান গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল। জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে ভাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।১৯৬১ সালের ১৯ মে আসামের বরাক উপত্যকায় ১১ টি তরুণ প্রাণ মাতৃভাষার জন্য শহীদ হয়েছিল, ভারত রাষ্ট্রে। ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে আরও তিন তরুণ প্রাণ আত্মবলিদান দেয় সেখানে। তারও আগে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন মানুষ। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রের বাইরে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। দুটো ক্ষেত্রেই মাতৃভাষার নাম বাংলা। চাপিয়ে দেওয়া ভাষা যথাক্রমে অসমিয়া ও উর্দু। এ লড়াই দুটো ভাষার লড়াই নয়, বরং আধিপত্যবাদের লড়াই।

স্বাধীনতার পর পরই বাংলা ভাষা আসামের আধিপত্যবাদের শিকার হয়। ১৯৪৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলই, রাজ্যপাল আকবর হায়দারি, সাংসদ নীলমণি ফুকনরা চেষ্টা করতে লাগলেন, কীভাবে বাংলা ভাষাকে সরিয়ে দিয়ে অসমিয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা করা যায়। তারই জেরে ১৯৬০ সালে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে ঘোষণা করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বাঙালিরা আক্রান্ত হন। প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ বাঙালি আসাম ছাড়তে বাধ্য হন। নয় জন বাঙালি নিহত হন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চলিহা পুনরায় প্রস্তাব আনেন, অসমিয়া হবে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা। এ সবের বিরোধিতা চলতে থাকে, মূলত বাঙালিরাই করেন। এসবের ফলে শিলচরে ১৯৬১ সালের ১৯ মে ১১ জনকে আসাম সরকারের পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। সে সব ইতিহাস।বরাক উপত্যকা ভারতের আসাম রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। বরাক উপত্যকার মোট আয়তন ৬৯২২ বর্গকিলোমিটার। এই উপত্যকার প্রধান শহর হল শিলচর। বরাক নদীর নাম থেকেই এই অঞ্চলের নাম হয়েছে। বরাক উপত্যকা আসামের তিনটি প্রশাসনিক জেলা নিয়ে গঠিত - কাছাড়, করিমগঞ্জ, এবং হাইলাকান্দি। এই তিন জেলার মধ্যে, ব্রিটিশ ভারত হওয়ার আগে, কাছাড় ছিল কাছাড়ি রাজ্যের মধ্যে, এবং করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার মধ্যে ছিল। ১৯৪৭ সালের বিতর্কিত গণভোটের পর, উভয় অঞ্চলকে সিলেট থেকে আলাদা করা হয়; সিলেটের বাকি অংশ পূর্ব পাকিস্তানের (এখন বাংলাদেশ) এবং ভারতের করিমগঞ্জের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে।

আটজন জুডিশিয়াল আধিকারিকের রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। জুডিশিয়াল অফিসারদের মধ্যে আট জনের দায়িত্বে রদবদল করল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। আজ উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ভি পান্ডে জানান, জুডিশিয়াল আকাদেমির অধিকর্তা সব্যসাচী দত্ত পুরকায়স্থ আগামী এক জুন থেকে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের ওএসডির অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাবেন। আগরতলা পারিবারিক আদালতের বিচারকের দায়িত্ব নেবেন রামদাস চট্টোপাধ্যায়। বিলোনিয়ার পারিবারিক আদালতের বিচারক উত্তম ঋষিদাসকে আগরতলায় পারিবারিক আদালতের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। বিচারক বিকাশ দেববর্মা এবং বিচারক অর্চনা রিয়াংকে আগরতলায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বদলি করা হয়েছে। বিচারক বিশ্বতোষ ধরকে ককলপুরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

পাবিয়াছড়ার দেয়ানবাড়ির রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। লংতরাইভ্যালী মহকুমার পাবিয়াছড়ার দেওয়ান বাড়ি এলাকায় যাতায়াতের রাস্তাটি দীর্ঘ ধরে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে। বাম আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের আসলেও রাস্তাটি একই অবস্থায় রয়েছে। এই রাস্তার দৌলতে এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের লোকজনরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। নির্বাচনের আগে নেতারা রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটের বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার পর নেতারা ওই এলাকার রাস্তাটি সংস্কার করার ব্যাপারে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না বলে এলাকার জনগণের গুরুত্ব অভিযোগ। তারা জানান ,ত্রিপুরা জেলা পরিষদ প্রশাসনের নীরব ভূমিকা। মাছমারা সাবজোনাল অফিসে স্মারকলিপি দিলেন গ্রামবাসীরা।মাছমারা এলাকায় দেওয়ানবাড়ি গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল তাদের গ্রামে প্রবেশ করার রাস্তাটি তারপর করার জন্য। রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।তৎকালীন বামেদের আমল থেকেই এই রাস্তাটি বেহাল দশায়। গ্রামবাসীদের চলাচলের উপযোগী নয় রাস্তাটি। যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটির জন্য গ্রামবাসীরা বিপাকে পড়েছে। গ্রামের মানুষে হঠাৎ কোনো বিপদজনক দুর্ঘটনার কবলে পড়লে কোন ধরনের গাড়ি আসতে পারে না। গ্রামে বিপদজনক অবস্থায় জীবনযাপন করছেন ঐ গ্রামের মানুষেরা। দীর্ঘ বৎসর কেটে গেলেও নজর দেয়নি কর্তৃপক্ষ। বর্তমান ত্রিপুরা সুশাসিত জেলা পরিষদের আওতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে রাস্তাটি।হস্তান্তর করেনি পূর্ত দপ্তরকে। তাদের অভিযোগ ত্রিপুরা সুশাসিত জেলা পরিষদ প্রশাসনের নিকট দীর্ঘদিন ধরে দাবি করা সত্ত্বেও দপ্তর নিরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোন হেলদোল নেই এডিসি প্রশাসনের। তাই শুক্রবার দুপুরে মাছমারা বাজার থেকে গ্রামবাসীরা এক রেলির মাধ্যমে পাবিয়াছড়া মন্ডলের কার্যকর্তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আবারও দেওয়ানবাড়ি এলাকার স্থানীয়গ্রামীণ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গ্রামবাসীরা মাছমারা সাব জোনাল অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করেন। অবিলম্বে রাস্তাটি সংস্কার করে যাতায়াতের উপযুক্ত করার জন্য তারা প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন। রাস্তাটি সংস্কার করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত ফলন ঘটাতে পারলে কৃষকরা উপকৃত হবেন : কৃষি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত ফলন ঘটাতে পারলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। নয়াদিল্লির নার্সারিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গিয়ে একথা বলেন ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় কৃষি ক্ষেত্রে জৈব সারের প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিন কৃষি মন্ত্রী বলেন, টিস্যু কালচারের মাধ্যমে কিভাবে উন্নত চারা উৎপাদন করা হচ্ছে এবং কৃষি প্রধান রাজ্যগুলো কিভাবে উন্নত ফলনে কৃষকের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে এ বিষয়ে অবগত হয়েছেন।তাছাড়া তিনি দিল্লিস্থিত ত্রিপুরা ভবনের বিশেষ রেসিডেন্ট কমিশনার মনোজ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে নার্সারিতে কর্মরত শ্রমিক ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। তাঁদের চারা বুনন পদ্ধতি, উন্নত ফলনের কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তিনি এই নার্সারির কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের ত্রিপুরায় আসার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছেন।

কৃষিতে উন্নত রাজ্য গুলোর কৃষি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নিয়ে ত্রিপুরায় শুধু সমতল এলাকার ক্ষেতই নয়, টিলায় জুম চাষের ক্ষেত্রেও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগানোর প্রচেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, কৃষিক্ষেত্রে উন্নত ফলন ঘটাতে পারলে কৃষকরা উপকৃত হবেন।

ধর্মনগর রেল স্টেশনে আটক পাঁচ রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে পাঁচ রোহিঙ্গাকে আটক করল ধর্মনগর থানার পুলিশ।শুক্রবার ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে পাঁচ রোহিঙ্গাকে আটক করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তিনজন ছেলে এবং দুজন মেয়ে রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের কাছে ভারতীয় আধার কার্ড রয়েছে। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা হলো নুর কুলিমা, মোহাম্মদ সাহ, রোজিনা বেগম, উমরুল্লা এবং মোঃ রিরিয়ান। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা জানায় তাদের সাথে আরেকজন ছিল তার নাম রুকসার বিবি। তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের কক্সবাজারের কুতুপালন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের শরণার্থী ছিল। তারা বাংলাদেশ থাকাকালীন বাংলাদেশের মোহাম্মদ আলম নামে এক ব্যক্তি তাদেরকে ভারতীয় আধার কার্ড ধরিয়ে ভারতবর্ষে পাঠায়। বাংলাদেশের কুমিল্লা হয়ে তারকাটার ফেন্সিং কেটে প্রত্যেকে ২৫ হাজার টাকা করে দিয়ে আগরতলাতে প্রবেশ করে। আগরতলা আসার পর রুকসার বিবি একজনের বাইকে করে পালিয়ে যায়। তারা ১৮ মে ধর্মনগর আসে। তাদের উদ্দেশ্য জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জম্মুতে যাওয়া। কিন্তু ধর্মনগর রেল স্টেশনে পুলিশের হাতে তারা ধরা পড়ে বর্তমানে ধর্মনগর থানার পুলিশে হেফাজতে রয়েছে।

স্বেচ্ছায় অবসরে যাচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব কুমার অলক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। আগামী ৩ জুলাই স্বেচ্ছায় অবসরে যাচ্ছেন ত্রিপুরা সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব কুমার অলক। গত ১৭ মে স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের কাছে একটি চিঠি দেন।চিঠিতে তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে উল্লেখ করেছেন আগামী ৩ জুলাই তিনি স্বেচ্ছায় অবসরে যেতে চান। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কুমার অলকের এই আবেদনে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব পান তিনি। কুমার অলক ১৯৯০ ব্যাচের আই এ এস অফিসার ছিলেন। বর্তমান মুখ্য সচিব জে কে সিনহা হলেন ১৯৯৬ ব্যাচের আই এ এস অফিসার। আচমকাই একজন আধিকারিক এভাবে রাজ্য প্রশাসন থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার পেছনে মূলত কি কারন হতে পারে সেটা নিয়ে ইতিমধ্যে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুক্রবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সহ রাজ্যের অন্যান্য ভাতৃ প্রতিম সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা এবং আগামী দিনে সংগঠনকে চাঙ্গা করার বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় করা হয়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির উপর দলীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা বলেন কর্নাটকে কংগ্রেসের জয় ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পথকে আরো মসৃণ করেছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হবে বলেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই গোটা দেশে এবং দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যেও কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এদিন জানান, সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি বীরজিত সিনহা, প্রাক্তন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ব্লক- জেলা কংগ্রেসের সভাপতিরাও এতে অংশ নেন। বীরজিত সিনহা জানান, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মতো রাজস্থানের উদয়পুরে চিন্তন বৈঠকের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও পর্যালোচনা হয় বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। আগামী দিনের কর্মসূচীও ঠিক হয়।নির্বাচনী সন্ত্রাস নিয়েও আলোচনা হয় বলে জানান প্রদেশ সভাপতি।

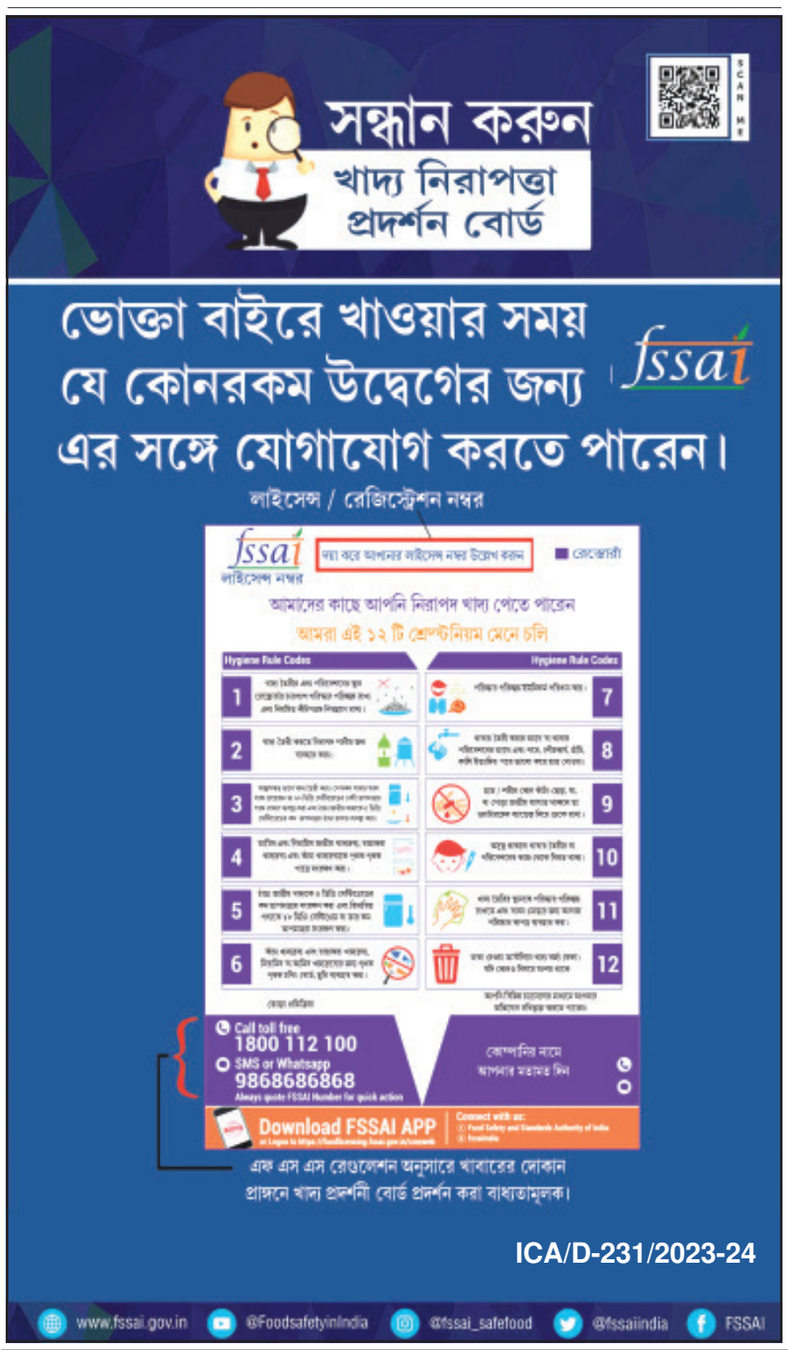

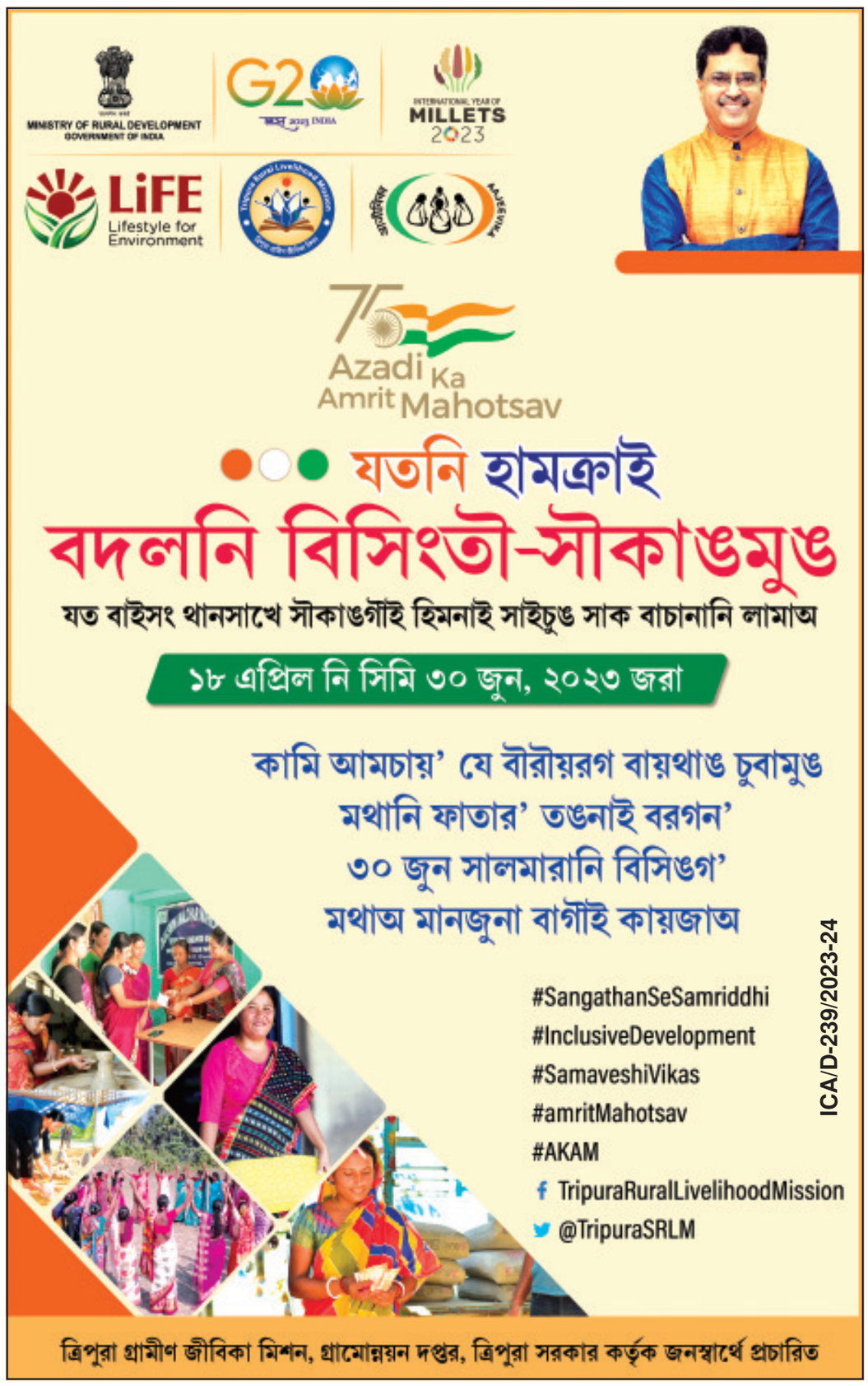

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।